বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

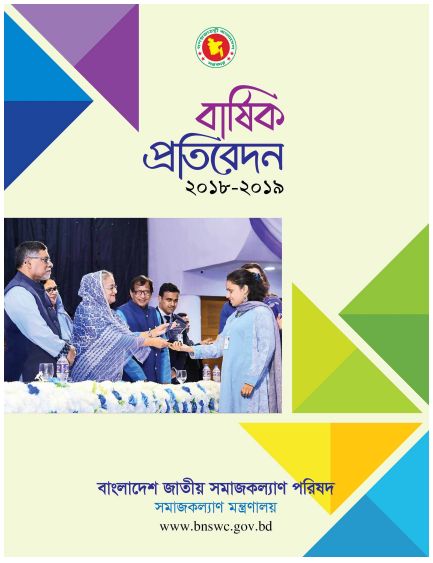

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

www.bnswc.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯

প্রকাশকাল : ১৫ অক্টোবর ২০১৯

নির্দেশনায় : এ টি এম নাসির মিয়া
নির্বাহী সচিব (যুগ্ম সচিব)

প্রধান সম্পাদক : ড. মোঃ নূরুল আলম
অতিরিক্ত পরিচালক

সম্পাদনা সদস্য : রুবাইয়্যাৎ ফেরদৌসী
উপপরিচালক (মূল্যায়ন)

মোঃ মোহিববুল্লাহ
সহকারী পরিচালক (মূল্যায়ন)

মোঃ তৌহিদুর রহমান
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)

মোঃ নাজিবুর রহমান
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

অলঙ্করণ : মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম সিকদার
সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর

রেনুকা সুলতানা রেনু
লাইব্রেরি সহকারী

প্রচ্ছদ : তাজ মোহাম্মদ

আলোকচিত্র : মোঃ মাসুম বিল্লাহ
হিসাব সহকারী

মোঃ আব্দুল বারেক
ফটোকপি মেশিন অপারেটর

মুদ্রণ : ভেকটর গ্রাফিকস এন্ড প্রিন্টিং
কাঁটাবন, ঢাকা

যোগাযোগ : বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
১৩২ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৯৩৪৮১২৫, ফ্যাক্স: ৯৩৩৬৭৪২
Web: www.bnswc.gov.bd
Email: bnswcbd@gmail.com

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মন্ত্রী

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে বার্ষিক কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্য নিয়ে নিয়মিত 'বার্ষিক প্রতিবেদন' প্রকাশিত হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। বছরব্যাপী সামগ্রিক কর্মকাণ্ড নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন তৈরি ও পরিষদ সদস্যদের নিকট উপস্থাপন প্রতিষ্ঠানটির দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার নিদর্শন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ নামে পুনর্গঠিত হয়। বর্তমান জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইন-২০১৯ পাশ হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান সরকার দীর্ঘ ৬৩ বছর পর প্রতিষ্ঠানটির জন্য একটি আইন পাশ করে নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। ইতোমধ্যে ১৫ তলা বিশিষ্ট নতুন সমাজকল্যাণ ভবন নির্মাণের একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের সভাপতি হিসেবে আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের সকল সম্মানিত সদস্য ও এ কাজে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তাগণকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দেশের ৬৪টি জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের অনুকূলে এ প্রতিষ্ঠান হতে বরাদ্দকৃত অর্থ আকস্মিক দৈব দুর্বিপাক, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা ইত্যাদিতে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় ব্যক্তি/পরিবারকে তাৎক্ষণিকভাবে সহায়তায় ব্যবহৃত হয়। দেশের সকল সরকারি হাসপাতাল এবং বিশেষায়িত হাসপাতালগুলোতে রোগীকল্যাণ সমিতির অনুকূলে নিয়মিত অনুদান দেয়া হয়। সমাজকল্যাণ পরিষদ প্রতিবছর নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত ভিটামাটিহীন বস্তিবাসী, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়, চাবাগান শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে ও জেলখানার অপরাধী সংশোধন কেন্দ্রসমূহে নিয়মিত অর্থ বরাদ্দ করে থাকে। বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডকে আরও গতিশীল ও উৎসাহ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিবছর আর্থিক অনুদান ও নির্বাহীদের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দক্ষতা উন্নয়নে পরিষদ নিয়মিত প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে আসছে।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত দেশে উপনীত করার লক্ষ্যে সরকারের ব্যাপক কর্মকাণ্ডে জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের এ উদ্যোগগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে জড়িত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হউক

(নুরুজ্জামান আহমেদ, এম.পি)

প্রতিমন্ত্রী

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

গত ২৯ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে মহান জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইন-২০১৯ পাশের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থায় পরিণত হয়েছে। জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই বদান্যতার জন্য প্রথমেই সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অপরিসীম কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রতিবছরের মতো জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় দেশের অবহেলিত হতদরিদ্র ও দুঃস্থ মানুষের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিবছর পরিষদ থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। গতানুগতিক ধারার বাইরে মানবিক সেবাদান কার্যক্রমকে তৃণমূল পর্যায়ে সম্প্রসারিত, সহজলভ্য ও সুসংহত করার লক্ষ্যে দেশের অবহেলিত হতদরিদ্র ও দুঃস্থ মানুষের মাঝে আর্থিক সাহায্য প্রদানের পাশাপাশি ৬৪টি জেলা ও উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের অনুকূলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। জেলা ও উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ উক্তরূপে প্রাপ্ত অনুদান হতে আকস্মিক দৈব দুর্বিপাক, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা ইত্যাদিতে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় ব্যক্তি/পরিবারকে তাৎক্ষণিকভাবে সহায়তা প্রদান করছে। এছাড়াও দেশের সকল উপজেলা হাসপাতালগুলোতে রোগীকল্যাণ সমিতি গঠন করে পরিষদ থেকে অনুদান দেয়ার পাশাপাশি প্রতিবছর নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত ভিটামাটিহীন বস্তিবাসী, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা এবং চা-বাগান শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় দেশের অবহেলিত, হতদরিদ্র ও দুঃস্থ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এসব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে আরও গতিশীল ও উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ পরিষদ থেকে প্রতিবছর কিছু আর্থিক অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। অন্যদিকে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহের কর্মীদের যুগোপযোগী জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পরিষদ নিয়মিত প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে আসছে। জননেত্রী শেখ হাসিনা রূপকল্প অনুযায়ী দারিদ্র ও ক্ষুধামুক্ত সমাজ বিনির্মাণের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে রূপান্তরের প্রয়াসে জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের এ উদ্যোগগুলোও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হউক

(শরীফ আহমেদ, এম.পি)

সভাপতি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

অন্যান্য বছরের ন্যায় বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরেও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত।

১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ নামে পুনর্গঠিত হয়। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ মানবিক সেবাদান কর্মসূচি তৃণমূল পর্যায়ে সম্প্রসারণ এবং সহজ ও সুসংহত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। ২০১৩ সালে প্রণীত অনুদান বণ্টন নীতিমালার আলোকে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে দেশের ৬৪টি জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের অনুকূলে অনুদান বরাদ্দ করা হচ্ছে। জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ এ অর্থ হতে তাৎক্ষণিকভাবে আকস্মিক দৈব দুর্বিপাক, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা ইত্যাদিতে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় ব্যক্তি/পরিবারকে সহায়তা প্রদান করছে। দেশের সকল জেলা ও উপজেলার সরকারি হাসপাতাল এবং প্রায় সকল বিশেষায়িত হাসপাতালগুলোতে রোগীকল্যাণ সমিতি গঠন করে অনুদান বরাদ্দ করছে। যার মাধ্যমে গ্রামীণ দুঃস্থ ও অসহায় গরীব রোগীরা ঔষধসহ চিকিৎসা সামগ্রী ক্রয়ে সহায়তা পাচ্ছে। সমাজকল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে বিগত ২০১২-২০১৩ অর্থবছর হতে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়, নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত বস্তিবাসী ও চা-বাগান শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে অনুদানের অর্থ বিতরণ করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে চা বাগান শ্রমিকদের জন্য টেকসই আবাসন নির্মাণের কাজ করা হয়েছে। এতে পরিষদের কার্যক্রমে আরও গতি সঞ্চারিত হয়েছে এবং দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পরিষদ সুদূর প্রসারি অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় দেশের পিছিয়ে পড়া, অবহেলিত, হতদরিদ্র ও দুঃস্থ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এসব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে আরও গতিশীল ও উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ পরিষদ প্রতিবছর আর্থিক অনুদান প্রদান করছে। একইসাথে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর কর্মীদের যুগোপযোগী জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পরিষদ নিয়মিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নির্বাহীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে আসছে।

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইন-২০১৯ মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। ফলে প্রতিষ্ঠানটি একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থায় পরিণত হলো। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পরিষদের জন্য ১১.৯৪ কাঠা জমিসমেত একটি দ্বিতল বাড়ি প্রদান করেছেন। পরিষদের নিজস্ব জমিতে সমাজকল্যাণ ভবন নির্মাণের ডিপিপি গত ৩০ এপ্রিল, ২০১৯ খ্রি. একনেকে অনুমোদিত হয়েছে। আশা করছি শীঘ্রই সমাজকল্যাণ ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত পরিষদের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(রাশেদ খান মেনন, এমপি)

সিনিয়র সচিব

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে সংবিধানে ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদে "সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার" সংযুক্ত করে সামাজিক নিরাপত্তাকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করেন এবং সংবিধানের ১৯ নং অনুচ্ছেদে জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষের সমতা নিশ্চিত করেন। সাংবিধানিক ধারাবাহিকতায় জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক উদ্যোগে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতাসহ অনগ্রসর, সুবিধাবঞ্চিত ও পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি চালু করা হয়েছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ অনগ্রসর সুবিধাবঞ্চিত ও পশ্চাদৎপদ জনগোষ্ঠীর কল্যাণ ও জীবনমান উন্নয়নে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ প্রতিষ্ঠান দেশের সকল সরকারি ও বিশেষায়িত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দরিদ্র ও অসহায় রোগীদের সহায়তা প্রদান, বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও দুঃস্থ মানুষকে আর্থিক অনুদান, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণসহ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে সমাজকল্যাণ পরিষদ চা বাগান শ্রমিকদের জন্য টেকসই আবাসন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি, এ প্রতিষ্ঠান এ অর্থবছরে অসহায়, দুঃস্থ ও প্রতিবন্ধী মানুষের চিকিৎসা সহায়তা, সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীদের সংশোধনের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও পুনর্বাসন, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে সমাজকল্যাণমূলক কাজে উৎসাহিত করা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি, জাতিসত্তা ও সম্প্রদায়ভুক্ত প্রান্তিক জনগণের জীবনমান উন্নয়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নদীভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্তদের জীবনমান উন্নয়নে প্রায় ৫২ কোটি টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করেছে। এছাড়া সমাজকল্যাণ কাজে নিয়োজিত বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের নির্বাহীগণের দক্ষতা উন্নয়নে ১২৬৪ জন কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদের প্রশিক্ষণ দানের পাশাপাশি পরিষদ এসকল কর্মীদের রিফ্রেসার্স কোর্স ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ আয়োজন করেছে। সমাজকল্যাণ পরিষদের কাজের ব্যাপকতা অনুযায়ী প্রতিবছর বাজেট এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হতদরিদ্র মানুষের সহায়তা কার্যক্রম বিস্তৃত করা সম্ভব হচ্ছে। মানবকল্যাণে এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে এ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা প্রশংসনীয়।

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইন-২০১৯ গত ২৯ এপ্রিল, ২০১৯ খ্রি. মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়। আইনটি পাশের ফলে প্রতিষ্ঠানটি একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থায় পরিণত হয়েছে। পরিষদের আইন প্রণয়নের পর বিধি ও প্রবিধানমালা তৈরির কাজ চলছে। এছাড়া, সমাজকল্যাণ পরিষদের নিজস্ব জমিতে ১৫ তলা সমাজকল্যাণ ভবন নির্মাণের ডিপিপি গত ৩০ এপ্রিল, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে একনেকে অনুমোদিত হয়েছে। ভবনের ডিপিপি কতিপয় নির্দেশনাসহ অনুমোদন হওয়ায় ডিপিপি সংশোধনের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। এসডিজি ২০৩০ লক্ষ্যপূরণ ও ২০৪১ সনের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সমাজকল্যাণ পরিষদের সকল কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

এ প্রতিবেদনে জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিতে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস। যাদের প্রচেষ্টায় এ প্রতিবেদন প্রণীত হয়েছে, তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(জুয়েনা আজিজ)

নির্বাহী সচিব

(যুগ্ম সচিব)

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ

প্রসঙ্গ কথা

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৬ সালে রেজ্যুলিউশনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইনি কাঠামো ছাড়াই চলছিল। গত ২৯ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে মহান জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইন-২০১৯ পাশ হয়। উন্নত, যত্নশীল ও নিরাপদ সমাজ গঠনের লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ সমাজকল্যাণমূলক নীতি নির্ধারণ, কর্মসূচি গ্রহণ ও প্রকল্প প্রণয়ন করছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ব্যক্তি, সংস্থা, প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ এবং গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ সমাজের অনগ্রসর, সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান ১৩টি, শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প পরিষদ ৮০টি, রোগীকল্যাণ সমিতি ৫২২টি, অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতি ৬৪টি, সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ৪৭৩১টি এবং ৬৪টি জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদসহ মোট ৬,১২৫টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৩০.৬৩ কোটি টাকা অনুদান বিতরণ করেছে। এছাড়াও ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়, নদী ভাঙ্গনে ভিটামাটিহীন ক্ষতিগ্রস্ত, বস্তিবাসী, চা-বাগান শ্রমিক, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন এবং ভিক্ষাবৃত্তি নিরসনে ৩৯৪৫০ জন ব্যক্তির মধ্যে ২১.৩৭ কোটি টাকা এবং চা বাগান শ্রমিকদের টেকসই আবাসন নির্মাণের জন্য ২.০০ (দুই কোটি) টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে কল্যাণ অনুদান খাতে মোট ৫২.০০ (বায়ান্ন কোটি) টাকা বিতরণ করা হয়েছে এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কল্যাণ অনুদান খাতে ৬০.৫৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে "সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের ব্যবস্থাপনা এবং কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অধীনে ৩৪টি কোর্সের মাধ্যমে ১২৬৪ জন (১০৪০ জন পুরুষ এবং ২২৪ জন মহিলা) নির্বাহীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। "সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের ব্যবস্থাপনা এবং কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে "সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন: উপকারভোগীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে এর প্রভাব" শীর্ষক গবেষণা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনক্রমে ১৩২ নিউ ইস্কাটনস্থ দ্বিতল ভবন বিশিষ্ট ১১.৯৪ কাঠা জমি বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের অনুকূলে বরাদ্দ দেয়া হয়। পরিষদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত জমিতে বহুতল বিশিষ্ট সমাজকল্যাণ ভবন (১৫তলা) নির্মাণের জন্য স্থাপত্য অধিদফতরের Architectural, Structural এবং Engineering Design অনুযায়ী DPP প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত DPP গত ৩০ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে কিছু নির্দেশনাসহ একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমসমূহ সহজিকরণের লক্ষ্যে অনুদান প্রদান ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিসহ অন্যান্য কার্যক্রম ডিজিটাইজড করার জন্য সফটওয়্যার নির্মাণের কর্মপরিকল্পনা (রোডম্যাপ) প্রস্তুত করে কাজ শুরু করা হয়েছে।

এ প্রতিবেদন প্রণয়নে জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ শ্রম দিয়েছেন তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পরিষদের ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সকলের সহযোগিতা কামনা করি।

(এ টি এম নাসির মিয়া)

অতিরিক্ত পরিচালক

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ

সম্পাদকীয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নির্দেশনায় ১২ এপ্রিল ১৯৭২ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ পুনর্গঠিত হয়। যদিও সমাজ ও সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি সংগঠিত এবং সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে ১৯৫৬ সনে ২রা জানুয়ারি পূর্বপাকিস্তান সমাজকল্যাণ পরিষদ গঠিত হয়। তাঁর সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় প্রতিষ্ঠানটি ৬৩ বছর পর বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইন ২০১৯ মহান জাতীয় সংসদে পাশের মাধ্যমে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, পরিষদ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা/প্রতিষ্ঠান ও পরিষদের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী ৬৩ বছর পর প্রতিষ্ঠানটি আইনি ভিত্তি পাওয়ায় গভীরভাবে কৃতজ্ঞ ও আনন্দে উচ্ছ্বসিত।

বাংলাদেশের সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ, কার্যক্রম গ্রহণ, উৎসাহ প্রদান, সহযোগিতা, গবেষণা ও সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। এ প্রতিবেদনে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের পরিষদের নানামুখী বাৎসরিক কর্মকাণ্ডকে সচিত্র উপস্থাপনের সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের একমাত্র কার্যালয়টি ঢাকায় অবস্থিত। কিন্তু এর কাজের পরিধি জেলা, উপজেলা ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিস্তারিত। পরিষদ সমাজকল্যাণে নিবেদিত জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানকে, মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের সকল জেলার শহর সমাজ উন্নয়ন সমন্বয় পরিষদকে, দুস্থ অসহায় রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য বিশেষায়িত, সরকারি জেলা ও উপজেলার রোগীকল্যাণ সমিতিকে, সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে। সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ, অনগ্রসর, ক্ষতিগ্রস্ত, অসহায় বিভিন্ন শ্রেণীর গোষ্ঠী ও ব্যক্তিকে নিয়মিতভাবে অনুদান প্রদান করে যাচ্ছে।

সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ব্যবস্থাপনা ও কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রতিবছরের ন্যায় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরেও ৩৫টি কোর্সের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ১২৭০ জন নির্বাহীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রথমবারের মত এসকল প্রশিক্ষণার্থীদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়/সংস্থার ন্যায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অন্য ৫টি সংস্থার সাথে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে । এ সকল কর্মসূচি বাংলাদেশকে ২০১৮ সনে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশের নির্ধারিত সকল সূচক মান অর্জন করতে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের জনবল আরও বিস্তৃতি ও বিশেষায়িত হলে এ পরিষদের কার্যক্রম অধিকতর সুনিপুণভাবে সম্পাদন করা সম্ভব। SDG, ২০৩০ এর সকল লক্ষ্য পূরণ ও ২০৪১ সনে উন্নত বাংলাদেশ গঠনে পরিষদ কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আশা রাখি।

এ প্রতিবেদন প্রণয়নে জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের নির্বাহী সচিব মহোদয় একান্তভাবে শ্রম ও সময় দিয়েছেন। এজন্য সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ। প্রতিবেদন প্রকাশনায় সম্পাদকমণ্ডলী, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ, সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে সার্বিক সহায়তার জন্য আন্তরিক সাধুবাদ জানাচ্ছি। পরিষদের ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডে সকলের অব্যাহত সহযোগিতা কামনা করছি।

ধন্যবাদান্তে

(ড. মোঃ নূরুল আলম)

সূচিপত্র

১. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ পরিচিতি ১৫

১.১ পরিষদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ১৫
১.২ পরিষদের কার্যাবলি ১৫
১.৩ বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের গঠন ১৬
১.৪ পরিষদের নির্বাহী কমিটি ২০
১.৫ নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি ২০

২. জেলা সমাজকল্যাণ কমিটি ২০

২.১ জেলা সমাজকল্যাণ কমিটির গঠন ২০
২.২ জেলা সমাজকল্যাণ কমিটির কার্যাবলি ২২
২.৩ জেলা সমাজকল্যাণ কমিটির অনুকূলে প্রদত্ত অনুদান কি কি কাজে ব্যয় করা যায় ২২

৩. উপজেলা সমাজকল্যাণ কমিটি ২২

৩.১ উপজেলা সমাজকল্যাণ কমিটির গঠন ২২
৩.২ উপজেলা সমাজকল্যাণ কমিটির কার্যাবলি ২৩
৩.৩ উপজেলা সমাজকল্যাণ কমিটির অনুদান কি কি কাজে ব্যয় করা যায় ২৩

৪. বহুতল বিশিষ্ট সমাজকল্যাণ ভবন নির্মাণ প্রকল্প ২৪

৫. জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের আয় ও ব্যয় বিবরণী ২৪

৬. পরিষদ সভা অনুষ্ঠান ২৬

৭. নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠান ২৭

৮. অনুদান বিতরণ কার্যক্রম ২৭

৮.১ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির মধ্যে অনুদান বিতরণ কার্যক্রম ২৭
৮.২ জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে অনুদান বিতরণ ২৮
৮.৩ রোগীকল্যাণ সমিতির অনুদান ২৯
৮.৪ শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প পরিষদ কার্যক্রমে আর্থিক সহায়তা ২৯
৮.৫ অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতিতে অনুদান ২৯
৮.৬ চা বাগান শ্রমিকদের জন্য টেকসই আবাসন নির্মাণ ৩০
৮.৭ সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানে অনুদান ৩০
৮.৮ বিভিন্ন শ্রেণির স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিকে অনুদান বিতরণের আলোকচিত্র ৩৩
৮.৯ বিশেষ অনুদান বিতরণ ৩৪
৮.১০ জেলা সমাজকল্যাণ কমিটি ৩৫

৯. পরিদর্শন ৩৫

১০. বিভিন্ন জেলায় অনুদান বিতরণের আলোকচিত্র ৩৬

১১. মানব সম্পদ উন্নয়ন ৩৭

১১.১ গবেষণা, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন ৩৭
১১.২ কর্মশালায় গৃহীত সুপারিশমালা ৩৭
১১.৩ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ৩৮
১১.৪ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আলোকচিত্র ৩৯
১১.৫ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিসংখ্যান ৪০
১১.৬ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিবর্গের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ৪৪

১২. বিবিধ ৪৬

১২.১ বিভিন্ন দিবস উদযাপন ৪৬
১২.২ পরিষদের নতুন সভাপতি ও সহ-সভপতিকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ৪৭
১২.৩. পরিষদ সভায় অভ্যর্থনা ৪৮
১২.৪ বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের কর্মকর্তাদের নাম, পদবী ও ফোন নম্বর ৪৯
১২.৫ বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের ২০১৭-২০১৮ এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বাজেট বিভাজন ৫০

১৩. পরিশিষ্ট ৫২

১৩.১ বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইন–২০১৯ ৫২

১. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ পরিচিতি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ। এ প্রতিষ্ঠানের জন্ম ১৯৫৬ সালের ২ জানুয়ারি। ২০১৯ সালে প্রতিষ্ঠানটি ৬৩ বছর অতিক্রম করেছে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে গঠিত প্রাচীন এই প্রতিষ্ঠানের রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে জাতীয় চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ১৯৫৬ সালে তৎকালীন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার প্রকাশিত রেজুল্যুশনের মাধ্যমে গঠিত হয়েছিল জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ। তারই প্রেক্ষিতে প্রাদেশিক পূর্ব পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তান সমাজকল্যাণ পরিষদ গঠন করে। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিরসনে সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম, অনুদান কর্মসূচি, স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা, গবেষণা ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করার লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নির্দেশনায় ১৯৭২ সালে রেজুল্যুশন পরিবর্তনের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানের নাম হয় বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ। যুদ্ধোত্তর এ দেশে উদ্ভূত বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে নিরসনের লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠান নানামুখী ভূমিকা পালন করছে। বর্তমান সময়ে সকল কর্মকাণ্ডেরই ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। প্রতিষ্ঠানটি নিরলসভাবে কাজ করে ব্যাপক সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে এ রেজুল্যুশন পরিবর্তিত হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইন-২০১৯ গত ২৯ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। এ আইন অনুযায়ী বিধি ও প্রবিধি তৈরির কাজ চলমান আছে। বিস্তারিত আইনটি পরিশিষ্টতে সংযোজিত আছে। আশা করা যায়, খুব শীঘ্রই বিধি ও প্রবিধি তৈরি, অনুমোদন ও গেজেটিফিকেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইন-২০১৯ পুরোপুরি কার্যকর হবে। পরিষদের পরিচালনা বোর্ডের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৮৮ জন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী পরিষদের সভাপতি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী পরিষদের সিনিয়র সহসভাপতি, মন্ত্রণালয়ের সচিব পরিষদের সহসভাপতি এবং অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) পরিষদের কোষাধ্যক্ষ। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব এর নেতৃত্বে পরিষদের সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাহী কমিটি রয়েছে। পরিষদ ও নির্বাহী কমিটির সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেন পরিষদের নির্বাহী সচিব। পরিষদের লক্ষ্য ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য দেশের সকল জেলায় 'জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ' এবং উপজেলায় 'উপজেলা সমাজকল্যাণ কমিটি' রয়েছে। তিনটি পার্বত্য জেলা ব্যতীত জেলা সমাজকল্যাণ কমিটির সভাপতি সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক ও সদস্য সচিব জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক। পার্বত্য জেলাসমূহে জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের সভাপতি স্থানীয় পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য সচিব জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক। উপজেলা সমাজকল্যাণ কমিটির সভাপতি সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সদস্য সচিব সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা। মাঠ পর্যায়ে পরিষদের নিজস্ব কোন অফিস ও জনবল না থাকায় সমাজসেবা অধিদফতরের অধীনস্থ জেলা ও উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের মাধ্যমে কমিটির মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

১.১ পরিষদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(১) লক্ষ্য : যত্নশীল, নিরাপদ ও উন্নত সমাজ গঠন।

(২) উদ্দেশ্য :

(ক) সমাজকল্যাণমূলক নীতি নির্ধারণে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(খ) সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যক্তি, গোষ্ঠী, প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে উৎসাহ প্রদান এবং আর্থিক, কারিগরী ও পরামর্শমূলক সহায়তা, অনুদান ও স্বীকৃতি প্রদান ;

(গ) সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সমস্যার কারণ এবং প্রতিকারের উপায় নিরুপনে গবেষণা পরিচালনা ও গবেষণায় সহায়তা প্রদান এবং নতুন ধারণা, উপায় ও কৌশল উদ্ভাবন ;

(ঘ) জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত সকল ব্যক্তি/গোষ্ঠী/সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং তথ্য, কৌশল, কর্মপন্থা বিনিময় ;

(ঙ) সমাজের সুবিধা বঞ্চিত বা বিশেষ সুবিধা প্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা।

১.২ পরিষদের কার্যাবলি

(ক) সমাজের সকলের, বিশেষত, নারী, শিশু, অনগ্রসর, সুবিধাবঞ্চিত বা কম সুবিধাপ্রাপ্ত, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী, অসহায়, দুর্বল, অক্ষম, শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী, বা অন্যবিধ কারণে পূর্ণাঙ্গ বা আংশিক অক্ষম, দুর্যোগে বিপদাপন্ন বা ক্ষতিগ্রস্ত, নদী ভাঙ্গনে ভিটামাটিহীন ক্ষতিগ্রস্ত বস্তিবাসী, চা-বাগান শ্রমিকসহ দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, নিম্ন আয়ের ব্যক্তি, গোষ্ঠী, শ্রেণি বা সম্প্রদায়ের সার্বিক জীবনমান বা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আর্থিক অনুদান প্রদান করা;

(খ) সমাজকল্যাণমূলক কার্যে নিয়োজিত বা আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ, অনুদান ও স্বীকৃতি প্রদান করা;

(গ) সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের সহিত জড়িত প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

(ঘ) সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সমস্যার কারণ এবং প্রতিকারের উপায় নিরূপণে গবেষণা পরিচালনা করা;

(ঙ) সামাজিক গবেষণার জন্য দেশি-বিদেশি স্বীকৃত ও মানসম্পন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত চুক্তি সম্পাদন ও গবেষণা পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(চ) সমাজকল্যাণমূলক বিদেশি, আন্তর্জাতিক, বহুজাতিক, বৈশ্বিক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠীর সহিত যোগাযোগ স্থাপন এবং হালনাগাদ ধারণা, তত্ত্ব, তথ্য, কৌশল, কর্মপন্থা ও উপায় সম্পর্কে জ্ঞান ও তথ্য সংগ্রহ এবং অভ্যন্তরীণ প্রেক্ষাপটে উক্ত কার্যাবলির প্রয়োগযোগ্যতা বিশ্লেষণ এবং ফলাফল নিয়মিতভাবে সরকারকে অবহিত করা;

(ছ) জাতীয় পর্যায়ে সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত সকল ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা;

(জ) দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি বা প্রকল্প গ্রহণ ও অনুমোদন করা;

(ঝ) সমাজের অস্বচ্ছল রোগীদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান, এতদুদ্দেশ্যে রোগী কল্যাণ সমিতি গঠন এবং ইহার কার্যক্রম তদারকি করা;

(ঞ) সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে জনসম্পৃক্ততা তৈরির লক্ষ্যে প্রচার, প্রচারণা, সভা, সমিতি, সেমিনার সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালার আয়োজন করা;

(ট) পরিষদের কার্যক্রমের বার্ষিক, পঞ্চবার্ষিক ও বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করা;

(ঠ) অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক যে কোনো উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা; এবং

(ড) বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন করা।

১.৩ বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের গঠন

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ বর্তমানে ৮৮ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত। ৮৮ জনের মধ্যে ৫ জন অফিস বেয়ারার, ১১ জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা (সদস্য-পদাধিকারবলে), ৭ জন সরকার মনোনীত বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং ৬৪ জেলা থেকে মনোনীত ৬৪ জন সদস্য। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী পরিষদের সভাপতি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী সিনিয়র সহসভাপতি এবং সচিব মহোদয় সহসভাপতি। পরিষদ বছরে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হয়। জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের কোন সদস্য ক্রমান্বয়ে ৩টি সভায় অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্যপদ আপনা-আপনি খারিজ হয়ে যায় এবং তার স্থলে সরকার অন্য সদস্য অন্তর্ভুক্ত করে। এ পরিষদের মেয়াদ পরিষদ গঠন প্রজ্ঞাপন জারী হতে পরবর্তী ৩ (তিন) বছর।

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইন-২০১৯ অনুযায়ী পরিষদের পরিচালনা উহার পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে। নতুন আইন অনুযায়ী পরিষদের পরিচালনা বোর্ড গঠনের রুপরেখা পরিশিষ্ট ১ এর ৭ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে। এই আইনের আলোকে নতুন পরিচালনা বোর্ড গঠিত না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান পরিষদ সদস্যবৃন্দ পরিচালনা বোর্ড নামে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

(ক) পরিষদের অফিস বেয়ারার

(১) মাননীয় মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সভাপতি
(২) মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সিনিয়র সহ-সভাপতি
(৩) সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সহ-সভাপতি
(৪) অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্মসচিব (প্রশাসন), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	কোষাধ্যক্ষ
(৫) নির্বাহী সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, ঢাকা ।	সদস্যসচিব

(খ) সদস্য (পদাধিকারবলে)

(১) সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(২) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(৩) বিভাগীয় প্রধান, আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা।

(৪) মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

(৫) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদফতর, মহাখালী, ঢাকা।

(৬) মহাপরিচালক (প্রশাসন), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

(৭) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, মিরপুর-১৪, ঢাকা।

(৮) নির্বাহী পরিচালক, শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট, ঢাকা।

(৯) মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, ঢাকা।

(১০) চেয়ারম্যান, সমাজকর্ম বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

(১১) পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব সোস্যাল ওয়েলফেয়ার এন্ড রিসার্চ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

(গ) মনোনীত সদস্য

দেশের সকল জেলা হতে একজন করে প্রখ্যাত সমাজকর্মী যার মধ্যে ন্যূনতম ২০ (কুড়ি) জন মহিলা সদস্য। সম্মানিত সদস্য হিসেবে নিযুক্ত সদস্যদের জেলাভিত্তিক নামের তালিকা নিম্নরূপ:

সারণি-১: জেলাভিত্তিক পরিচালনা বোর্ড সদস্যগণের নামের তালিকা

ক্রমিক	জেলার নাম	প্রখ্যাত পুরুষ ও মহিলা সমাজকর্মীর নাম
ঢাকা বিভাগ		
১)	ঢাকা	ড. মোঃ আব্দুল কাইয়ূম লস্কর, ১৯৬/১, শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭। ফোন: ০১৭১১৬৭৬৭৩৫
২)	গাজীপুর	জনাব দিলরুবা ফায়জিয়া, বাড়ী নং-এফ ২২৬, সড়ক নং-জোড়পুকুর পাড় রোড গ্রাম/মহল্লা-জোড়পুকুর পাড়, ডাকঘর, উপজেলা ও জেলা-গাজীপুর।
৩)	মানিকগঞ্জ	জনাব আফসার উদ্দিন সরকার, গ্রাম-বড় ষাইট্যা, পো: গড়পাড়া, উপজেলা ও জেলা-মানিকগঞ্জ। ফোন: ০১৭১২৭৬৩০৭০
৪)	মুন্সীগঞ্জ	জনাব নাজমা বেগম, মধ্য কোর্টগাও, মুন্সিগঞ্জ পৌরসভা, মুন্সিগঞ্জ।
৫)	নরসিংদী	জনাব মোঃ নুরুল আমিন, সড়ক নং ১১/এ, ফ্লাট নং-২০, বাড়ী নং-৪৮. ধানমন্ডি, ঢাকা।
৬)	নারায়নগঞ্জ	জনাব খালেদ হায়দার খান কাজল, ফ্ল্যাট-সি-২, টাওয়ার সাইড প্লাজা, হাউজ-২৮, রোড-১৩/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা।
৭.	ফরিদপুর	জনাব এ.কে.এম নাছির উদ্দিন চৌধুরী, এ. আর. সিটি সেন্টার, গোয়ালচামট (হাজারতলা), পো: ও জেলা: ফরিদপুর। ফোন: ০১৬৮৪৮১৩৩১১, ০১৯১৯২৪২২৭০
৮.	রাজবাড়ী	জনাব শামসুন্নাহার চৌধুরী, রোড নং-০২, বাড়ী নং-১৭/এ, ওয়ার্ড নং-০৪, নাহার মঞ্জিল, বেড়াডাঙ্গা, রাজবাড়ী-৭৭০০।
৯.	গোপালগঞ্জ	জনাব মাহমুদা বেগম, ২২৫, মডেল স্কুল রোড, পো:, উপজেলা ও জেলা: গোপালগঞ্জ।
১০.	মাদারীপুর	সৈয়দা রোকেয়া বেগম, ৭ মিন্টু রোড, রমনা, ঢাকা। ফোন: ০১৬১১৬৩৮১৯৮
১১.	শরীয়তপুর	জনাব আঃ রাজ্জাক সরদার বীর মুক্তিযোদ্ধা, গ্রাম-তুলাসার, পো:, উপজেলা ও জেলা: শরিয়তপুর।
১২.	কিশোরগঞ্জ	জনাব শায়লা আহমেদ খান, পূর্ণি ভিলা, খরমপট্টি, কিশোরগঞ্জ।
১৩.	টাঙ্গাইল	জনাব মোঃ আনিসুর রহমান (বীর মুক্তিযোদ্ধা), আকুর টাকুর পাড়া (বটতলা), টাঙ্গাইল।
চট্টগ্রাম বিভাগ		
১৪	চট্টগ্রাম	সৈয়দ মোহাম্মদ মোরশেদ, ৩৩৮/এ, মোমিন রোড, চেরাগী পাহাড়, চট্টগ্রাম।
১৫	কক্সবাজার	জনাব কানিজ ফাতেমা আহমেদ, জেলা পরিষদ বাংলো, কক্সবাজার।
১৬	খাগড়াছড়ি	জনাব বিউটি রানী ত্রিপুরা, মহালছড়ি, দেওয়ানপাড়া, খাগড়াছড়ি সদর, খাগড়াছড়ি।
১৭	রাঙ্গামাটি	জনাব চিংকিউ রোয়াজা, দক্ষিণ কালিন্দিপুর, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
১৮	বান্দরবান	জনাব এমিচিং, উজানীপাড়া, ৫ নং ওয়ার্ড, বান্দরবান পৌরসভা, জেলা- বান্দরবান
১৯	কুমিল্লা	জনাব পাপড়ী বসু, ৬১৫, ঝাউতলা, কুমিল্লা। ফোন: ০৮১৬৪৯৪৯

ক্রমিক	জেলার নাম	প্রখ্যাত পুরুষ ও মহিলা সমাজকর্মীর নাম
২০	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	আলহাজ্ব আল-মামুন সরকার, সভাপতি, প্রকল্প সমন্বয় পরিষদ, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।
২১	চাঁদপুর	ডাঃ সৈয়দা বদরুন্নাহার চৌধুরী, ৭ নং স্টেডিয়াম রোড, চাঁদপুর।
২২	নোয়াখালী	জনাব মখছুদুল হক, গ্রাম-মাইজদী, নোয়াখালী পৌরসভা, ১নং ওয়ার্ড, মাইজকোর্ট ৩৮০০, উপজেলা- সদর, জেলা- নোয়াখালী।
২৩	ফেনী	এডভোকেট জাহাঙ্গীর আলম নান্টু, ডরমেটরী ভবন (২য় তলা), পৌর প্রাঙ্গণ, ফেনী পৌরসভা, ৬৩ কলেজ রোড, ফেনী-৩৯০০।
২৪	লক্ষ্মীপুর	জনাব মোঃ নুর উদ্দিন চৌধুরী নয়ন, বাঞ্চানগর (৫ নং ওয়ার্ড), পৌরসভা, থানা ও জেলা-লক্ষ্মীপুর।
রাজশাহী বিভাগ		
২৫	রাজশাহী	জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক, বাড়ী নং ২০৭, কাদিরগঞ্জ দড়িখরবোনা, ডাকঘর: রাজশাহী সেনানিবাস, থানা: বোয়ালিয়া, জেলা-রাজশাহী।
২৬	নওগাঁ	জনাব শাহনাজ বেগম, ৩৪ নং ব্যারাক, উকিলপাড়া, নওগাঁ।
২৭	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	জনাব মোহাঃ সিরাজুল ইসলাম মিঞা, গ্রাম-বেলেপুকুর, পো:, উপজেলা ও জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ ফোন: ০১৫৫৯৭৯২৭০১
২৮	নাটোর	এ্যাডভোকেট মোঃ সিরাজুল ইসলাম, মহল্লা-কানাইখালী, থানা ও জেলা-নাটোর। ফোন: ০১৭১৬৬১৭১১৭
২৯	বগুড়া	আলহাজ্ব মমতাজ উদ্দিন, কাটনার পাড়া, হটুমিয়া লেন, বগুড়া সদর, বগুড়া।
৩০	জয়পুরহাট	জনাব নিলুফা জহুর লিলি, কাউন্সিলর জয়পুরহাট পৌরসভা, জয়পুরহাট। ফোন: ০১৭১৬৭৬২৬৭৯
৩১	পাবনা	জনাব আব্দুল মতিন খান, লাহিড়ীপাড়া গোপালপুর, ডাকঘর, উপজেলা ও জেলা-পাবনা।
৩২	সিরাজগঞ্জ	গাজী এ, কে, এম ফজলুল মতিন মুক্তা, বিড়াল কুঠি, মিরপুর, সিরাজগঞ্জ।
রংপুর বিভাগ		
৩৩	রংপুর	জনাব রওশনারা চৌধুরী, রাবেয়া নীড়, শালবন, রংপুর।
৩৪	নীলফামারী	জনাব হাসিনা আহমেদ, বেগম রোকেয়া সড়ক, নীলফামারী সদর, নীলফামারী। ফোন: ০১৭২৪৯৪৯৮৯৮
৩৫	কুড়িগ্রাম	জনাব তৌহিদা ইসলাম স্বপ্না, গ্রাম-খলিলগঞ্জ বাজার আর কে রোড মিলন ট্রেডার্স, পো: খলিলগঞ্জ, উপজেলা- সদর, জেলা-কুড়িগ্রাম।
৩৬	গাইবান্ধা	অধ্যাপক মাজহারুল মান্নান, বাড়ি-মৃত্তিকা, পাড়া-সুখনগর, ডাকঘর+ উপজেলা-সদর, জেলা-গাইবান্ধা।
৩৭	লালমনিরহাট	এ্যডঃ নজরুল ইসলাম বসুনিয়া রাজু, সাং-সাপটানা, আদর্শপাড়া, লালমনিরহাট।
৩৮	দিনাজপুর	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, উপশহর ব্লক নং-৫, বাড়ি নং টি-১০, পো: ও জেলা-দিনাজপুর ফোন: ০১৭২৭৩৭৪১৬১১
৩৯	ঠাকুরগাঁও	জনাব মাহবুবুর রহমান বাবুল, সাং-আশ্রমপাড়া, ডাকঘর+উপজেলা+জেলা-ঠাকুরগাঁও ফোন: ০১৭১৭৩৪৩৯৮৫
৪০	পঞ্চগড়	জনাব মোঃ আবু জেকের, গ্রাম-ডোকরোপাড়া, ডাকঘর:, উপজেলা ও জেলা-পঞ্চগড়।
খুলনা বিভাগ		
৪১	খুলনা	শেখ মোঃ দেলোয়ার হোসেন, ৬৪ গোয়ালখালী (পশ্চিমপাড়া) পো: জি. পি. ও-৯০০০, খালিশপুর, খুলনা।

ক্রমিক	জেলার নাম	প্রখ্যাত পুরুষ ও মহিলা সমাজকর্মীর নাম
৪২	সাতক্ষীরা	অধ্যাপক কাজী মুহম্মদ অলি উল্লাহ, সবজি বাগান, মুনজিতপুর, সদর, সাতক্ষীরা।
৪৩	বাগেরহাট	অধ্যাপক মোজাফফর হোসেন, পুরাতন বাজার, মেইন রোড, বাগেরহাট।
৪৪	যশোর	আলহাজ্ব মোঃ নাদুর হোসেন বিশ্বাস, ২২১৭, কাজল ভিলা, বাড়ি নং-২২১৭ , শাহ আব্দুল করিম রোড, খড়কী, যশোর।
৪৫	ঝিনাইদহ	জনাব মোছাঃ ফারহানা ইয়াসমিন, বিজুলিয়া, শৈলকূপা, ঝিনাইদহ।
৪৬	মাগুরা	জনাব মোঃ রুস্তম আলী (উপজেলা চেয়ারম্যান), ৯৯ ছায়াবিথী রোড, মাগুরা।
৪৭	নড়াইল	খোন্দকার মোহাম্মদ মাসুদ হাসান, শহীদ মুজিব সড়ক, নড়াইল সদর, নড়াইল।
৪৮	কুষ্টিয়া	এ্যাডভোকেট খন্দকার সামস তানিম (মুক্তি), ১ নং কাজী নজরুল ইসলাম রোড, কোর্ট পাড়া, কুষ্টিয়া।
৪৯	চুয়াডাঙ্গা	মুন্সি আলমগীর হান্নান, গ্রাম-সিনেমা হল পাড়া, ডাকঘর+উপজেলা+জেলা-চুয়াডাঙ্গা।
৫০	মেহেরপুর	জনাব মোছাঃ শামিম আরা হিরা, বোসপাড়া, পোস্ট অফিস+থানা+জেলা-মেহেরপুর।
বরিশাল বিভাগ		
৫১	বরিশাল	যোদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা এ, এম, জি, কবীর (ভুলু), কালিবাড়ী রোড (শীতলা খোলা), ওয়ার্ড নং-১৯, সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল।
৫২	ভোলা	জনাব ফজলুর কাদের মজনু, কালিনাথ রায়ের বাজার, ভোলা।
৫৩	ঝালকাঠি	আলহাজ্ব সরদার মোঃ শাহ আলম, আলম কুঠির, ২৫ ডাক্তার পট্টি, ডাকঘর+উপজেলা+জেলা- ঝালকাঠি।
৫৪	পিরোজপুর	মৃত্যু জনিত কারণে শূন্য আছে।
৫৫	পটুয়াখালী	কাজী আলমগীর, দক্ষিণ সবুজবাগ, পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা-পটুয়াখালী।
৫৬	বরগুনা	ডা. মনিজা, থানা পাড়া, উকিলপট্টি, ডাকঘর+উপজেলা+জেলা-বরগুনা।
সিলেট বিভাগ		
৫৭	সিলেট	সৈয়দা জেবুন্নেছা হক, ২২. তাঁতীপাড়া, ডাকঘর-সিলেট-৩১০০, জেলা-সিলেট।
৫৮	হবিগঞ্জ	জনাব শাহীদ উদ্দিন চৌধুরী, গ্রাম/মহল্লা-শায়েস্তানগর আ/এ, হবিগঞ্জ পৌরসভা, ডাকঘর+উপজেলা+জেলা–হবিগঞ্জ।
৫৯	মৌলভীবাজার	সৈয়দ নওশের আলী খোকন, ৩৬ শ্রীমঙ্গল রোড, মৌলভীবাজার। ফোন: ০১৭১২১১৭৫২৬
৬০	সুনামগঞ্জ	জনাব মোঃ নুরুর রব চৌধুরী, ২৬ উপত্যকা, হাছননগর, সুনামগঞ্জ।
ময়মনসিংহ বিভাগ		
৬১	ময়মনসিংহ	ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক, গণকল্যাণ পরিষদ (জিকেপি), বাড়ি নং-৫২২, শম্ভুগঞ্জ বাজার, ময়মনসিংহ।
৬২	জামালপুর	জনাব অঞ্জু মনোয়ারা বেগম, সর্দারপাড়া (পাঁচ রাস্তার মোড়), জামালপুর পৌরসভা, জামালপুর।
৬৩	শেরপুর	জনাব শামছুন নাহার কামাল, খরমপুর, মেরপুর টাউন, শেরপুর-২১১০০, শেরপুর।
৬৪	নেত্রকোনা	জনাব এস. এম. বজলুর কাদের শাহাজাহান, মসজিদ কোয়ার্টার, মোক্তারপাড়া, নেত্রকোণা।

(ঘ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ৮ (আট) জন বিশিষ্ট সদস্য

১. শেখ কবির হোসেন, গ্রাম ও পো: টুঙ্গীপাড়া, থানা: টুঙ্গীপাড়া, জেলা: গোপালগঞ্জ। ফোন: ০১৯১২০০০৫২২
২. অধ্যাপক ড. এস এম আতীকুর রহমান, ইনস্টিটিউট অব স্যোসাল ওয়েলফেয়ার এন্ড রিসার্চ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৩. এম ডি, এনজিও ফাউন্ডেশন মহাখালী, ঢাকা।
৪. সভাপতি, প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান, আগারগাঁও ঢাকা।
৫. জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন, ৭৯ এইচ পূর্ব রামপুরা , ঢাকা।
৬. জনাব ফারাহ দিবা দিপ্তী, ৯, চরকঘাটা, টালি অফিস রোড, রায়ের বাজার, ঢাকা-১২০৯।
৭. জনাব তানিয়া বাখত, সাধারণ সম্পাদিকা, বাংলাদেশ মহিলা সমিতি, ৪, নাটক স্মরণী, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা।
৮. জনাব মোহাম্মদ আরমান বাবু, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, ডায়াবেটিক জেনারেল হাসপাতাল, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

১.৪ পরিষদের নির্বাহী কমিটি

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং পরিষদকে পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদানের জন্য পরিষদ সদস্যদের মধ্য হতে ১৫ সদস্য নিয়ে একটি নির্বাহী কমিটি রয়েছে। নির্বাহী কমিটির সভাপতি সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়। নির্বাহী কমিটির গঠন নিম্নরূপ :

১.	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সভাপতি
২.	মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।	সদস্য
৩.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, মিরপুর -১৪, ঢাকা।	সদস্য
৪.	মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, ঢাকা।	সদস্য
৫.	অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্মসচিব (প্রশাসন), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য
৬.	নির্বাহী পরিচালক, শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট, ঢাকা।	সদস্য
৭.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এনজিও ফাউন্ডেশন, মহাখালী, ঢাকা।	সদস্য
৮.	শেখ কবির হোসেন, গ্রাম ও পো: টুঙ্গীপাড়া, থানা: টুঙ্গীপাড়া, জেলা: গোপালগঞ্জ।	সদস্য
৯.	অধ্যাপক ড. এ এস এম আতীকুর রহমান, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
১০.	জনাব তানিয়া বাখত, সাধারণ সম্পাদিকা, বাংলাদেশ মহিলা সমিতি, ৪, নাটক স্মরনী, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা।	সদস্য
১১.	জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন, ৭৯ এইচ পূর্ব রামপুরা , ঢাকা।	সদস্য
১২.	জনাব ফারাহ দিবা দিপ্তী, ৯, চরকঘাটা, টালি অফিস রোড, রায়ের বাজার, ঢাকা-১২০৯।	সদস্য
১৩.	সৈয়দা জেবুন্নেছা হক, ২২. তাঁতীপাড়া, ডাকঘর-সিলেট-৩১০০, জেলা-সিলেট।	সদস্য
১৪.	সভাপতি, প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান, আগারগাঁও ঢাকা।	সদস্য
১৫.	নির্বাহী সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ।	সদস্যসচিব

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইন-২০১৯ অনুযায়ী পরিষদের নির্বাহী কমিটি গঠনের রূপরেখা পরিশিষ্ট ১ এর ৯ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে।

১.৫ নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি

১. (ক) পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক এবং বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইনের অধীন গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা;
(খ) পরিচালনা বোর্ডকে তার কার্যাবলি সুচারুভাবে সম্পাদনে সহায়তা প্রদান করা; এবং
(গ) পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক অর্পিত সকল কার্যাবলি সম্পাদন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করা।

২. এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করবে।

৩. নির্বাহী কমিটি পরিষদের প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পর্কে, সময় সময়, নির্বাহী সচিবকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করতে পারবে।

৪. নির্বাহী কমিটি তার ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলি সম্পাদনের ক্ষেত্রে পরিচালনা বোর্ডের নিকট দায়ী থাকিবে এবং পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করবে।

২. জেলা সমাজকল্যাণ কমিটি

২.১ জেলা সমাজকল্যাণ কমিটির গঠন

সারাদেশে সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ পরিষদের কার্যক্রম সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য প্রত্যেক জেলায় একটি করে জেলা সমাজকল্যাণ কমিটি গঠনের সরকারি সিদ্ধান্ত রয়েছে। ১৯৭৩ সালে ৬৪ জেলায় জেলা প্রশাসককে পদাধিকার বলে সভাপতি এবং সিনিয়র সমাজকল্যাণ সংগঠককে সচিব করে সর্বমোট ১০ জনকে নিয়ে জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ গঠন করা হয়। জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যেক জেলার সরকারি ও বেসরকারি সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে সমাজকল্যাণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় সাহায্য দেয়া, সমাজকল্যাণমূলক বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন এবং তাদের উন্নতিকল্পে বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারি সহযোগিতা নিশ্চিত

করা, জেলার চাহিদা অনুসারে সরকারি অথবা বেসরকারি পর্যায়ে নতুন কোন সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদকে সুপারিশ করার মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের কার্যক্রমকে গতিশীল করা। বর্তমানে দেশের ৬৪ জেলায় জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ রয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইন ২০১৯ অনুযায়ী জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ জেলা সমাজকল্যাণ কমিটি নামে অভিহিত হবে। ৬১টি জেলায় জেলা প্রশাসক এবং ৩টি পার্বত্য জেলায় চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ, জেলা সমাজকল্যাণ কমিটির সভাপতি এবং সংশ্লিষ্ট জেলার সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক এ কমিটির সদস্যসচিব। জেলা সমাজকল্যাণ কমিটি প্রতি দুই মাসে একবার সভায় মিলিত হবে। জেলা সমাজকল্যাণ কমিটির বেসরকারি সদস্যদের মেয়াদকাল মনোনয়নের তারিখ হতে ৩ (তিন) বছর। জেলা সমাজকল্যাণ কমিটির রূপরেখা নিম্নরূপ:

১.	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২.	সংশ্লিষ্ট জেলার জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ সদস্য	সহসভাপতি
৩.	সিভিল সার্জন	সদস্য
৪.	সংশ্লিষ্ট জেলার সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সদস্য
৫.	জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
৬.	উপপরিচালক, জেলা পবিরার পরিকল্পনা কার্যালয়	সদস্য
৭.	উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদফতর	সদস্য
৮.	নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতর	সদস্য
৯.	জেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
১০.	উপপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
১১.	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
১২.	সংশ্লিষ্ট জেলার সকল উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য
১৩.	সিটি কর্পোরেশনের একজন প্রতিনিধি (সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে)	সদস্য
১৪.	মেয়র, পৌরসভা (সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে)	সদস্য
১৫.	জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত ৩ (তিন) জন বিশিষ্ট সমাজকর্মী	সদস্য
১৬.	জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন বিশিষ্ট মহিলা সমাজকমী	সদস্য
১৭.	উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	সদস্য সচিব

৩টি পার্বত্য জেলায় জেলা সমাজকল্যাণ কমিটির গঠন নিম্নরূপ:

১.	চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ, সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা	সভাপতি
২.	সংশ্লিষ্ট জেলার জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ সদস্য	সহসভাপতি
৩.	সিভিল সার্জন	সদস্য
৪.	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)	সদস্য
৫.	সংশ্লিষ্ট জেলার সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সদস্য
৬.	জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
৭.	উপপরিচালক, জেলা পবিরার পরিকল্পনা কার্যালয়	সদস্য
৮.	উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদফতর	সদস্য
৯.	নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতর	সদস্য
১০.	জেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
১১.	উপপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
১২.	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
১৩.	সংশ্লিষ্ট জেলার সকল উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য
১৪.	মেয়র, পৌরসভা (সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে)	সদস্য
১৫.	চেয়ারম্যান, স্থানীয় সরকার পরিষদ, সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও ১ (এক) জন বিশিষ্ট মহিলা সমাজকর্মী জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও ১ (এক) জন বিশিষ্ট মহিলা সমাজকর্মী	সদস্য
১৬.	উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	সদস্য সচিব

২.২ জেলা সমাজকল্যাণ কমিটির কার্যাবলি

(ক) জেলায় স্বেচ্ছাসেবী যে সকল সংগঠন ও ব্যক্তি সমাজের কল্যাণে কাজ করছেন তাঁদেরকে সর্বপ্রকার সাহায্য, সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান;

(খ) সংশ্লিষ্ট জেলার গ্রাম্য সমাজ এবং শহর অঞ্চলের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাদি চিহ্নিতকরণ এবং ঐ সকল সমস্যা সমাধানের সুপারিশ প্রণয়ন;

(গ) সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক নিবন্ধীকৃত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা/সমিতির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা, তাদের কর্মকাণ্ডে উৎসাহ প্রদান এবং সেগুলোকে শক্তিশালী করার পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ঘ) বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক বিভিন্ন সংস্থা/সমিতিকে প্রদত্ত অনুদান যথাযথভাবে ব্যবহৃত হওয়ার বিষয়ে পর্যালোচনা;

(ঙ) উপজেলা সমাজকল্যাণ কমিটির কার্যক্রমের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এবং সেগুলোর কার্যক্রম জোরদার করার ব্যাপারে সকল প্রকার সহায়তা প্রদান;

(চ) দেশের সমাজকল্যাণ কার্যক্রম অধিকতর জোরদার ও ফলপ্রসূ করার স্বার্থে সরকার/বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদকে ত্রৈমাসিকভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ প্রদান;

(ছ) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে স্ব-উদ্যোগে স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(জ) উপযুক্ত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে সরকারী অনুদান প্রদানের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের নিকট সুপারিশ পেশ;

(ঝ) সরকারি এবং অসরকারি পর্যায়ে জেলার সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের উপর ষাণ্মাসিকভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রতি বছরের ৩১ জুলাই ও ৩১ জানুয়ারির মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদে প্রেরণ;

(ঞ) সমাজকল্যাণ কার্যক্রমে উৎসাহী ও স্বেচ্ছায় দানশীল ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে উপযুক্ত রশিদ প্রদান ও যথাযথ হিসাবরক্ষণ সাপেক্ষে অনুদান গ্রহণ;

(ট) জেলা সমাজকল্যাণ কমিটির বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন এবং

(ঠ) সরকার ও বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

২.৩ জেলা সমাজকল্যাণ কমিটির অনুকূলে প্রদত্ত অনুদান কি কি কাজে ব্যয় করা যায়

১। আকস্মিক দৈব দুর্বিপাক/প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় দরিদ্র ব্যক্তি/পরিবারকে তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান (ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, ভূমিকম্প, পাহাড়ধ্বস ইত্যাদি)।

২। সড়ক/নৌ/রেল/বিমান দুর্ঘটনায় মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র ব্যক্তি/পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান ।

৩। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র ব্যক্তির চিকিৎসায় সহায়তা প্রদান ।

৪। অগ্নিদগ্ধ/এসিড দগ্ধ দরিদ্র ব্যক্তির চিকিৎসায় সহায়তা প্রদান।

৫। দুরারোগ্য ও জটিল রোগে আক্রান্ত দরিদ্র ব্যক্তির চিকিৎসায় সহায়তা প্রদান ।

৬। অতিদরিদ্র পরিবারের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার জন্য সহায়তা প্রদান ।

৭। জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ পরিস্থিতির যথার্থতা বিবেচনায় তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে অনুদান সহায়তা প্রদান করবে।

৩. উপজেলা সমাজকল্যাণ কমিটি

৩.১ উপজেলা সমাজকল্যাণ কমিটির গঠন

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ সারা দেশে তৃণমূল পর্যায়ে সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম বিস্তৃত এবং সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য দেশের প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা সমাজকল্যাণ কমিটি গঠন করেছে। পূর্বতন উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইন ২০১৯ অনুযায়ী উপজেলা সমাজকল্যাণ কমিটি নামে কাজ করছে। উপজেলা সমাজকল্যাণ কমিটি প্রতিমাসে একবার সভায় মিলিত হবে। উপজেলা সমাজকল্যাণ কমিটির বেসরকারি সদস্যদের মেয়াদকাল মনোনয়নের তারিখ হতে তিন বছর। উপজেলা নির্বাহী অফিসার এ কমিটির সভাপতি এবং উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা সদস্যসচিব। উপজেলা সমাজকল্যাণ

কমিটির রূপরেখা নিম্নরূপ :

১.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
২.	উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা	সহসভাপতি
৩.	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
৪.	উপসহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য)	সদস্য
৫.	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
৬.	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সদস্য
৭.	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
৮.	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
৯.	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
১০.	চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ (সকল)	সদস্য
১১.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন প্রখ্যাত সমাজকর্মী	সদস্য
১২.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন মহিলা সমাজকর্মী	সদস্য
১৩.	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্যসচিব

৩.২ উপজেলা সমাজকল্যাণ কমিটির কার্যাবলি

(ক) সংশ্লিষ্ট উপজেলার বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সেসকল সমস্যা সমাধানের সুপারিশ প্রণয়ন;

(খ) সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক নিবন্ধীকৃত সকল সমিতি/সংস্থার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা, তাদের কর্মকাণ্ডে উৎসাহ প্রদান এবং সেগুলোকে শক্তিশালী করার পদক্ষেপ গ্রহণ;

(গ) বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক বিভিন্ন সংস্থা/সমিতিকে প্রদত্ত অনুদান যথাযথভাবে ব্যবহৃত হওয়ার বিষয় পর্যালোচনা;

(ঘ) উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের কার্যক্রম জোরদার করার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং কার্যক্রম সম্পর্কিত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদে প্রেরণ;

(ঙ) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে স্ব-উদ্যোগে স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(চ) উপযুক্ত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে সরকারি অনুদান প্রদানের জন্য জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের নিকট সুপারিশ পেশ;

(ছ) সরকারি এবং অসরকারি পর্যায়ে উপজেলার সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের উপর ষাণ্মাসিকভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রতি বছরের ১৫ জুলাই ও ১৫ জানুয়ারির মধ্যে জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদে প্রেরণ;

(জ) সমাজকল্যাণ কার্যক্রমে উৎসাহী ও স্বেচ্ছায় দানশীল ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে উপযুক্ত রশিদ প্রদান ও যথাযথ হিসাবরক্ষণ সাপেক্ষে অনুদান গ্রহণ;

(ঝ) উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন এবং সরকার ও বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

৩.৩ উপজেলা সমাজকল্যাণ কমিটির অনুদান কি কি কাজে ব্যয় করা যায়

১। আকস্মিক দৈব দুর্বিপাক/প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় দরিদ্র ব্যক্তি/পরিবারকে তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান (ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, ভূমিকম্প, পাহাড়ধ্বস ইত্যাদি)।

২। সড়ক/নৌ/রেল/বিমান দুর্ঘটনায় মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র ব্যক্তি/পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান ।

৩। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র ব্যক্তির চিকিৎসায় সহায়তা প্রদান ।

৪। অগ্নিদগ্ধ/এসিড দগ্ধ দরিদ্র ব্যক্তির চিকিৎসায় সহায়তা প্রদান।

৫। দুরারোগ্য ও জটিল রোগে আক্রান্ত দরিদ্র ব্যক্তির চিকিৎসায় সহায়তা প্রদান ।

৬। অতিদরিদ্র পরিবারের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার জন্য সহায়তা প্রদান ।

৭। উপজেলা সমাজকল্যাণ কমিটি পরিস্থিতির যথার্থতা বিবেচনায় তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে অনুদান সহায়তা প্রদান করবে।

৪. বহুতল বিশিষ্ট সমাজকল্যাণ ভবন নির্মাণ প্রকল্প

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনক্রমে ১৩২ নিউ ইস্কাটনস্থ দ্বিতল ভবন বিশিষ্ট ১১.৯৪ কাঠা জমি বাংলাদেশ সমাজকল্যাণ পরিষদের অনুকূলে বরাদ্দ দেয়া হয়। পরিষদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত জমিতে বহুতল বিশিষ্ট সমাজকল্যাণ ভবন (১৫তলা) নির্মাণের জন্য স্থাপত্য অধিদফতরের Architectural, Structural এবং Engineering Design অনুযায়ী DPP প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত DPP গত ৩০ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে কিছু নির্দেশনাসহ একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। নির্দেশনা প্রতিপালন করে ডিজাইন সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত ডিজাইন অনুযায়ী DPP টি সংশোধিত হচ্ছে। আশা করা যায় খুব শীঘ্রই সংশোধিত DPP পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হবে। নিজস্ব জমিতে পুরাতন স্থাপনা অপসারনের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।

৫. জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের আয় ও ব্যয় বিবরণী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রণীত বাৎসরিক বাজেটে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের অনুকূলে আবর্তক অনুদান হিসাবে ৩৬৩১১০১ বেতন বাবদ সহায়তা, ৩৬৩১১০২ ভাতাদি বাবদ সহায়তা, ৩৬৩১১০৩ পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা এবং ৩৬৩১১৯৯ অন্যান্য অনুদান এ ৪ টি খাতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দিয়ে থাকে। বেতন বাবদ সহায়তা ও ভাতাদি বাবদ সহায়তা খাতের অর্থ পরিষদ কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা এবং পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তাখাতের অর্থ পরিষদ কার্যালয়ের বাড়ি ভাড়া, গাড়ির জ্বালানী ক্রয়, যানবাহন মেরামত, টেলিফোন, বিদ্যুৎ গ্যাস ও পানির বিল পরিশোধ এবং বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও আসবাপত্র ক্রয়সহ অন্যান্য প্রশাসনিক কাজে ব্যয় হয়। অন্যান্য অনুদান তথা 'কল্যাণ অনুদান' খাতের বরাদ্দকৃত অর্থের সিংহভাগই স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংগঠনসমূহকে অনুদান হিসাবে প্রদান করা হয় এবং অবশিষ্ট অর্থ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসহ অন্যান্য কর্মসূচিতে ব্যয় হয়। এছাড়া পরিষদের নিজস্ব কিছু আয় আছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে পরিষদের অনুকূলে বাজেট বরাদ্দ ও প্রকৃত আয়-ব্যয় বিবরণী নিম্নে দেখানো হলো–

সারণি-২: বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বাজেট বিবরণী

ব্যয়ের খাত	বাজেট বরাদ্দ ২০১৮-১৯	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ব্যয় ২০১৮-১৯	অব্যয়িত
৩৬৩১১০১- বেতন বাবদ সহায়তা (প্রশাসনিক ব্যয়)				
৩৬৩১১১১- অফিসারদের বেতন	৬৫০০০০০.০০	৬৫০০০০০.০০	৫৬৬৮০০০.০০	৮৩২০০০.০০
৩৬৩১১১২- প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	৫৮০০০০০.০০	৫৮০০০০০.০০	৫৭২৭০০০.০০	৭৩০০০.০০
উপমোট বেতন :	**১২৩০০০০০.০০**	**১২৩০০০০০.০০**	**১১৩৯৫০০০.০০**	**৯০৫০০০.০০**
৩৬৩১১০২- ভাতাদি বাবদ সহায়তা				
৩১১১৩১০- বাড়ী ভাড়া ভাতা	৬৮০০০০০.০০	৬৮০০০০০.০০	৪৮২৬০০০.০০	১৯৭৪০০০.০০
৩১১১৩২৮- শ্রান্তিবিনোদন ভাতা	৩৪০০০০.০০	৩৪০০০০.০০	১৯১০০০.০০	১৪৯০০০.০০
৩১১১৩২৫- উৎসব ভাতা	২৩৮০০০০.০০	২৩৮০০০০.০০	১৫২৪০০০.০০	৮৫৬০০০.০০
৩১১১৩৩৫- বাংলা নববর্ষ ভাতা	২২৫০০০.০০	২২৫০০০.০০	১৪৭০০০.০০	৭৮০০০.০০
৩১১১৩১১-চিকিৎসা ভাতা	৬৬৮০০০.০০	৬৬৮০০০.০০	৫৪০০০০.০০	১২৮০০০.০০
৩১১১৩১৪- টিফিন ভাতা	৬২০০০.০০	৬২০০০.০০	৫০৪০০.০০	১১৬০০.০০
৩১১১৩০২- যাতায়াত ভাতা	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	৭৫৬০০.০০	২৪৪০০.০০
৩১১১৩০৬- শিক্ষা ভাতা	৪৩২০০০.০০	৪৩২০০০.০০	১৭০০০০.০০	২৬২০০০.০০
৩১১১৩৩৮- অন্যান্য ভাতা	৩৫০০০০.০০	৩৫০০০০.০০	১৬৭০০০.০০	১৮৩০০০.০০
উপমোট ভাতাদি:	**১১৩৫৭০০০.০০**	**১১৩৫৭০০০.০০**	**৭৬৯১০০০.০০**	**৩৬৬৬০০০.০০**

ব্যয়ের খাত	বাজেট বরাদ্দ ২০১৮-১৯	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ব্যয় ২০১৮-১৯	অব্যয়িত
৩৬১১১০৩- পণ্য ও সেবাবাবদ সহায়তা				
৩২৪১১১১- ভ্রমণ ব্যয়	৭০০০০০০.০০	৭০০০০০০.০০	৬৮০২০০০.০০	১৯৮০০০.০০
৩২১১১২৯- অফিস ভাড়া	১০০০০০০.০০	১০০০০০০.০০	০.০০	১০০০০০০.০০
৩৮২১১০৩-পৌর কর	২২০০০০.০০	২২০০০০.০০	১৪৪০০.০০	২০৫৬০০.০০
৩৮২১১০২-ভূমি কর	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	০	১০০০০০.০০
৩২৩১১১৯- ডাক	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৮২০০০.০০	১১৮০০০.০০
৩২৩১১২০- টেলিফোন/টেলিগ্রাম/টেলিপ্রিন্টার	৩৫০০০০.০০	৩৫০০০০.০০	৮১০০০.০০	২৬৯০০০.০০
৩২৩১১১৫-পানি	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০	৪৭০০০.০০	৩০০০.০০
৩২৩১১১৩- বিদ্যুৎ	৯০০০০০.০০	৯০০০০০.০০	২৩৮০০০.০০	৬৬২০০০.০০
৩২৪৩১০২-গ্যাস ও জ্বালানী	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০	০.০০	৫০০০০.০০
৩২৪৩১০১- পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	১২০০০০০.০০	১২০০০০০.০০	৯৭৫০০০.০০	২২৫০০০.০০
৩২৫৭১০৩- গবেষণা/উদ্ভাবনী ব্যয়	১৫০০০০০.০০	১৫০০০০০.০০	৮১৫০০০.০০	৬৮৫০০০.০০
৩২১১১২৭- বই/সাময়িকী	৬০০০০.০০	৬০০০০.০০	৭০০০.০০	৫৩০০০.০০
৩২৩১১২৫- প্রচার ও বিজ্ঞাপন	১০০০০০০.০০	১০০০০০০.০০	৭৩৫০০০.০০	২৬৫০০০.০০
৩২১১১২৮- প্রকাশনা	১০০০০০০.০০	১০০০০০০.০০	৫৬৫০০০.০০	৪৩৫০০০.০০
৩২৩১৩- প্রশিক্ষণ ব্যয়	১৯০০০০০০.০০	১৯০০০০০০.০০	১৮৯২১০০০.০০	৭৯০০০.০০
৪১১২২০৫-আইসিটি/ই-গভর্নেন্স	২০০০০০০.০০	২০০০০০০.০০	০	২০০০০০০.০০
৩২৩১১১১- সেমিনার/কনফারেন্স	১০০০০০০.০০	১০০০০০০.০০	২৮০০০০.০০	৭২০০০০.০০
৩২২১১০২-কন্সালটেন্সী	৫০০০০০.০০	৫০০০০০.০০	২৪০০০.০০	৪৭৬০০০.০০
৩১১১৩১৩- প্রাধিকারভুক্ত কর্মকর্তাদের গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	৬০০০০০.০০	৬০০০০০.০০	৬০০০০০.০০	০
৩২৩১১১০-আইন সংক্রান্ত ব্যয়	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	২৪০০০.০০	৭৬০০০.০০
৩২৫৭৩০১-অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	২০০০০০০.০০	২০০০০০০.০০	১৩৮৮০০০.০০	৬১২০০০.০০
৩২৫৭২০৬- সম্মানী/পারিতোষিক	২০০০০০০.০০	২০০০০০০.০০	১৯২৮০০০.০০	৭২০০০.০০
৩২৩১১০৪- অন্যান্য/আনুসাঙ্গিক ব্যয়	৫০০০০০০.০০	৫০০০০০০.০০	৪৯৩৩৭০০.০০	৬৬৩০০.০০
উপমোট পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা:	**৪৬২৩০০০০.০০**	**৪৬২৩০০০০.০০**	**৩৭৮৬০১০০.০০**	**৮৩৬৯৯০০.০০**
৩২৫৮১- মেরামত ও সংরক্ষণ				
৩২৫৮১০১- মোটর যানবাহন মেরামত	৪৬৩০০০.০০	৪৬৩০০০.০০	৪৫৬০০০.০০	৭০০০.০০
৩২৫৮১০৩- কম্পিউটার	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৪৭০০০.০০	৫৩০০০.০০
৩২৫৮১০৫- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদী	৩০০০০০.০০	৩০০০০০.০০	২৯৪০০০.০০	৬০০০.০০
৩২৫৮১০৮-অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৮৩০০০.০০	১৭০০০.০০
উপমোট মেরামত ও সংরক্ষণ:	**১১৬৩০০.০০**	**১১৬৩০০০.০০**	**১০৮০০০০.০০**	**৮৩০০০.০০**

ব্যয়ের খাত	বাজেট বরাদ্দ ২০১৮-১৯	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ব্যয় ২০১৮-১৯	অব্যয়িত
৩৬৩১১০৪- পেনসন ও অবসর সুবিধা সহায়তা				
৩৭৩১১০১-অবসর ভাতা/আনুতোষিক	৪৮৫০০০০.০০	৪৮৫০০০০.০০	৪৮১৬০০০.০০	৩৪০০০.০০
৩৭৩১১০২- অন্যান্য/সিপি ফান্ড	৮০০০০০.০০	৮০০০০০.০০	৫৩৩০০০.০০	২৬৭০০০.০০
উপমোট :	**৫৬৫০০০০.০০**	**৫৬৫০০০০.০০**	**৫৩৪৯০০০.০০**	**৩০১০০০.০০**
মোট পেনসন ও অবসর সুবিধাদি সহায়তা:	**.০০**	**.০০**	**.০০**	**.০০**
৩৬৩২- মূলধন অনুদান				
৪১১২১০১-মোটরযান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬১১১২০২- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	৮০০০০০.০০	৮০০০০০.০০	৬৫৬০০০	১৪৪০০০.০০
৪১১২২০২- কম্পিউটার ও আনুসাঙ্গিক	১০০০০০০.০০	১০০০০০০.০০	৪৮৮০০০.০০	৫১২০০০.০০
৪১১৩৩০১-কম্পিউটার সফটওয়্যার	১০০০০০০.০০	১০০০০০০.০০	৮৯৮০০০.০০	১০২০০০.০০
৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র ক্রয়	৫০০০০০.০০	৫০০০০০.০০	২৪০০০০.০০	২৬০০০০.০০
উপমোট মূলধন অনুদান	**৩৩০০০০০.০০**	**৩৩০০০০০.০০**	**২২৮২০০০.০০**	**১০১৮০০০.০০**
৩৭১১১০২- কল্যাণ অনুদান	৫২০০০০০০০.০০	৫২০০০০০০০.০০	৫২০০০০০০০.০০	০.০০
মোট বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ	৬০০০০০০০০	৬০০০০০০০০	৫৮৫৬৫৭১০০	১৪৩৪২৯০০

৬. পরিষদ সভা অনুষ্ঠান

সারাদেশে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের অবস্থা পর্যালোচনা এবং সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের বিস্তৃতির লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ প্রতি বছর নূন্যতম ১ (এক) বার সভায় মিলিত হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ২ (দুই) টি পরিষদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরিষদ সভায় জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ, এম.পি মাননীয় মন্ত্রী সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সভপতিত্ব করেন। এছাড়া সভায় জনাব শরীফ আহমেদ এম.পি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মিজ জুয়েনা আজিজ, সিনিয়র সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র-১: বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের পরিষদের ৪৪তম সভা

৭. নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠান

জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য বছরে ন্যূনতম ২টি নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ০৫.০৯.২০১৮, ০৯.০১.২০১৯ এবং ১৯.০৫.২০১৯ তারিখে মোট ৩টি নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সভপতিত্ব করেন মিজ জুয়েনা আজিজ, সিনিয়র সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ।

চিত্র-২: ১৯ মে, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভা

৮. অনুদান বিতরণ কার্যক্রম

৮.১ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির মধ্যে অনুদান বিতরণ কার্যক্রম

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ সারাদেশে সমাজসেবা অধিদফতরের অধীন নিবন্ধীকৃত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহকে পৃষ্ঠপোষকতা এবং সহযোগিতার লক্ষ্যে অনুদান দিয়ে থাকে। বর্তমানে সারা দেশে নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৬২ হাজারেরও বেশি। সরকারের পাশাপাশি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এসব সংগঠনগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এসব প্রতিষ্ঠানকে তাদের আবেদনের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী প্রতি বছর অনুদান প্রদান করা হয়। পরিষদ হতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে নিম্নোক্ত বিভিন্ন শ্রেণির স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির মধ্যে অনুদান বিতরণ করা হয়েছে।

সারণি-৩: ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির মধ্যে অনুদান বিতরণ বিবরণী

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির বিবরণ		প্রতিষ্ঠান/ ব্যক্তির সংখ্যা	অর্থের পরিমাণ (টাকায়)
১.	জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানকে অনুদান		১৩টি	১,১৫,০০,০০০/-
২.	মানব সম্পদ উন্নয়ন (সমন্বয় পরিষদ, শহর সমাজ সেবার মাধ্যমে)		৮০টি	২,৪০,০০,০০০/-
৩.	দুঃস্থ ও অসহায় রোগীদের চিকিৎসা সেবা (রোগী কল্যাণ সমিতির মাধ্যমে)		৫২২টি	১২,৫০,০০,০০০/-
৪.	সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের দক্ষতা উন্নয়ন (অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতির মাধ্যমে)		৬৪টি	১,০০,০০,০০০/-
৫.	সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান		৪৭৩১টি	৭,০০,০০,০০০/-
৬.	পরিষদ ও জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ		৬৪+১=৬৫টি	৫,৫০,০০,০০০/-
৭.	অন্যান্য বিশেষ অনুদান	প্রতিষ্ঠান	৬০০টি	৫৮,০০,০০০/-
		ব্যক্তি	১৫৪০০জন	৬,৩৭,০০,০০০/-

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির বিবরণ	প্রতিষ্ঠান/ ব্যক্তির সংখ্যা	অর্থের পরিমাণ (টাকায়)
৮.	ক) ক্ষুদ্র জাতি সত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন	৫০০০জন	২,০০,০০,০০০/-
	খ) ক্ষুদ্র জাতি সত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের ছাত্র/ছাত্রীদের অনুদান	৫০০০জন	২,০০,০০,০০০/-
	গ) নদী ভাঙ্গনে ভিটা-মাটিহীন ক্ষতিগ্রস্ত বস্তিবাসীদের পুনর্বাসন	৫০০০জন	২,৫০,০০,০০০/-
	ঘ) চা-বাগান শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন	৫০টি পরিবারের জন্য আবাসন নির্মাণ	২,০০,০০,০০০/-
	ঙ) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন	৯০০০জন	৪,৫০,০০,০০০/-
	চ) ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন	৪৯টি জেলা	৫০,০০,০০০/-
	ছ) স্পেশাল অলিম্পিকস অব বাংলাদেশ		২,০০,০০,০০০/-
	উপমোট=	প্রতিষ্ঠান=৬১২৪টি	২৯,৫৮,৫৯,৯০০/-
	ব্যক্তি=	৩৯৪৫০জন	২০,৫৩,৫৯,৭৪০/-
		সর্বমোট=	৫৩,৮৮,৪৪,০০০/-

৮.২ জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে অনুদান বিতরণ

সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে ব্যাপক কার্যক্রমে জড়িত বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়ে থাকে। জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান পরিচালিত কার্যক্রম দ্বারা দেশের অসংখ্য মানুষ বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়ে থাকে। বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান, ন্যাশনাল ফোরাম অব অর্গানাইজেশনস ওয়ার্কিং উইথ দি ডিজএ্যাবল্ড (এনএফওডব্লিউডি) ইত্যাদি জাতীয় পর্যায়ের স্বেচ্ছাসেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে সমাজের প্রতিবন্ধী, দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ ব্যক্তিদের কল্যাণার্থে অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ১৩টি জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানকে ১,১৫,০০,০০০/- (এক কোটি পনের লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

সারণি-৪: ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে অনুদানপ্রাপ্ত জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুদানের পরিমান
১.	বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান	১৮,০০,০০০/-
২.	সোসাইটি ফর দ্যা ওয়েল ফেয়ার অফ দ্যা ইন্টেলেকচুয়ালী ডিসএবল্ড (সুইড)	২০,০০,০০০/-
৩.	ন্যাশনাল ফোরাম অব অর্গানাইজেশনস ওয়ার্কিং উইথ দি ডিজএ্যাবল্ড (এনএফওডব্লিউডি)	১৫,০০,০০০/-
৪.	বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি (অবসর ভবন)	১২,০০,০০০/-
৫.	সন্ধানী কেন্দ্রীয় পরিষদ	৭,০০,০০০/-
৬.	বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদ	৬,০০,০০০/-
৭.	জাতীয় তরুণ সংঘ	৫,০০,০০০/-
৮.	বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার্স কল্যাণ সমিতি	৩,০০,০০০/-
৯.	আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স (সাবেক আজাদ মুসলিম ক্লাব)	৫,০০,০০০/-
১০.	জাতীয় বধির সংস্থা	৫,০০,০০০/-
১১.	নারী ঐক্য পরিষদ, মমতাজ প্লাজা (৬ষ্ঠ তলা), বাড়ী নং-০৭, রোড-০৪, ধানমন্ডি, ঢাকা	৭,০০,০০০/-
১২.	'ব্লাইন্ড এডুকেশন এন্ড রিহেবিলিটেশন ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (বার্ডো)', মিরপুর, ঢাকা	৭,০০,০০০/-
১৩.	'আমেনা ফাউন্ডেশন' ঠনঠনিয়া শাহপাড়া, সদর, বগুড়া	৫,০০,০০০/-
	মোট =	১,১৫,০০,০০০/-

চিত্র-৩: জাতীয় ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সোসাইটি ফর দ্যা ওয়েল ফেয়ার অফ দ্যা ইন্টেলেকচুয়ালী ডিসএবল্ড (সুইড) এর বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের ক্রীড়া কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক সফলতা

চিত্র-৪: অবসারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার্স কল্যাণ সমিতি কর্তৃক আয়োজিত জাতির পিতার ৯৯তম জন্মদিন উদ্‌যাপন

৮.৩ রোগীকল্যাণ সমিতির অনুদান

দুঃস্থ , অসহায় ও দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা, সহজে হাসপাতালে ভর্তি করা, বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান এবং চিকিৎসাকালীন সময়ে আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য প্রদানের লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং প্রতিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রোগীকল্যাণ সমিতি রয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ রোগীকল্যাণ সমিতিতে আর্থিক অনুদান প্রদান করে থাকে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৫২২টি রোগীকল্যাণ সমিতির আবেদনের প্রেক্ষিতে ১২,৫০,০০,০০০/-(বার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা পরিষদ থেকে আর্থিক অনুদান দেয়া হয়েছে।

চিত্র-৫: বারডেম জেনারেল হাসপাতাল রোগীকল্যাণ সমিতি হতে দুঃস্থ অসহায় রোগীদের মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ

৮.৪ শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প পরিষদ কার্যক্রমে আর্থিক সহায়তা

সারা দেশের জেলা পর্যায়ে ৮০টি শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প পরিষদ রয়েছে। স্বল্প সুবিধাভোগী, সুবিধাবঞ্চিত ও গরীব শহুরে সমাজের জনসাধারণের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে তাদেরকে সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষা এবং বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক পছন্দনীয় পেশায় নিয়োগ পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করাই শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প পরিষদের উদ্দেশ্য। এ সকল প্রকল্প পরিষদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ থেকে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৮০টি শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প পরিষদকে ২,৪০,০০,০০০/-(দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ) টাকা এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র-৬: শহর সমাজসেবা কার্যালয়, খাগড়াছড়ি জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে প্রাপ্ত অর্থ সাহায্য বিতরণ করে

৮.৫ অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতিতে অনুদান

সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের ৬৪টি জেলার ৬৪টি জেলখানায় অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতি রয়েছে। জেলের কয়েদিদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও পুনর্বাসন করাই এর উদ্দেশ্য। এ সকল অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতির আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ থেকে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৬৪টি অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতিকে ১,০০,০০,০০০/-(এক কোটি) টাকা এককালীন আর্থিক অনুদান দেয়া হয়েছে ।

চিত্র-৭: নরসিংদী অপরাধী সংশোধন কেন্দ্র পরিদর্শন

৮.৬ চা বাগান শ্রমিকদের জন্য টেকসই আবাসন নির্মাণ

'সবার জন্য বাসস্থান' মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যুগান্তকারী একটি পদক্ষেপ। এ পদক্ষেপ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে চা-বাগান বিস্তৃত সিলেট বিভাগের ৩টি জেলার চা বাগান শ্রমিকদের জন্য টেকসই আবাসন নির্মাণের জন্য ১ জুন ২০১৯ তারিখে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মতবিনিয় সভায় সভাপতিত্ব করেন সিলেট বিভাগীয় কমিশনার জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মিজ জুয়েনা আজিজ মাননীয় সিনিয়র সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়। চা বাগানের মালিক, শ্রমিক, স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ে আয়োজিত এ সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন এটিএম নাসির মিয়া, নির্বাহী সচিব (যুগ্মসচিব), বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ ও সিলেট, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলার জেলা প্রশাসকগণ। ২০১৮-১৯ সনে চা বাগান শ্রমিকদের জন্য ৫০টি টেকসই আবাসন নির্মাণ কাজে ২.০০ (দুই) কোটি টাকা হবিগঞ্জ, মৌলভীবজার ও সিলেট জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের অনুকূলে বরাদ্দ করা হয়েছে। চাবাগান শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ উদ্যোগ সুদূরপ্রসারি অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

চিত্র-৮: চা-বাগান শ্রমিকদের জন্য টেকসই আবাসন নির্মাণ শীর্ষক মত বিনিময় সভা

৮.৭ সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানে অনুদান

দেশব্যাপী সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের বিস্তৃতির লক্ষ্যে সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এসব সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সীমিত পরিসরে হলেও বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ করে যাচ্ছে। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িয়ে আছে দেশের লক্ষ লক্ষ দুঃস্থ মানুষ ও সমাজকর্মী। এসব সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সরকারের পাশাপাশি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। তারা সরকারের পাশে থেকে বিভিন্ন দুর্যোগ যেমন বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় ও মহামারী ইত্যাদি পরিস্থিতি মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত আছে গণশিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ (কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, টাইপ রাইটিং, এমব্রয়ডারী, উলের কাজ, দর্জি বিজ্ঞান), ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষ পরিচর্যা, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগী পালন, এলাকার পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, এতিম প্রতিপালন, বেওয়ারিশ লাশ দাফন, বিনামূল্যে চিকিৎসা, দুঃস্থ ও গরীবদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদান, প্রাথমিক চিকিৎসা, পারিবারিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, সংগীত শিক্ষা, খেলাধুলা, পাঠাগার এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সেবামূলক কর্মসূচির এক বা একাধিক বিষয়াবলী। জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ থেকে এ খাতের বরাদ্দকৃত অনুদানের অর্থ জেলাওয়ারী জনসংখ্যার অনুপাতে বণ্টন করা হয়ে থাকে। জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বণ্টনের সুপারিশসহ বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদে প্রেরণ করে থাকে। অতঃপর পরিষদ হতে উক্ত সুপারিশকৃত অনুদানের প্রস্তাব যাচাই-বাছাই শেষে চূড়ান্ত করা হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে দেশের ৬৪টি জেলার ৪৭৩০টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৭,০০,০০,০০০/-(সাত কোটি) টাকা অনুদান দেয়া হয়েছে।

সারণি-৫: ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অনুদানপ্রাপ্ত সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভাগওয়ারী পরিসংখ্যান

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	আবেদন সংখ্যা	বরাদ্দপ্রাপ্ত সংস্থা	অনুদানের পরিমাণ
১।	ঢাকা	১১২৫	১০৮৯	১,৭৭,১০,০০০/-
২।	চট্টগ্রাম	৭৪০	৭৩৫	১,৩৮,০৪,০০০/-
৩।	রাজশাহী	৫৬৪	৫৩২	৮৯,৮১,০০০/-
৪।	রংপুর	৬৭১	৬০৭	৭৬,৭৯,০০০/-
৫।	খুলনা	৭৫৯	৭১৩	৭৬,২৩,০০০/-
৬।	বরিশাল	৩৪৯	৩২৩	৪০,৪৬,০০০/-
৭।	সিলেট	২৯০	২৮৮	৪৮,১৬,০০০/-
৮।	ময়মনসিংহ	৪৪৪	৪৪৩	৫৩,৪১,০০০/-
	সর্বমোট =	**৪৯৪২**	**৪৭৩০**	**৭,০০,০০,০০০/-**

সারণি-৬: ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অনুদানপ্রাপ্ত সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহের জেলাওয়ারী পরিসংখ্যান

বিভাগ : ঢাকা

ক্রমিক নং	জেলার নাম	আবেদন সংখ্যা	বরাদ্দপ্রাপ্ত সংস্থা	অনুদানের পরিমাণ
১।	ঢাকা	৩০৭	৩০৭	৫৮,৫২,০০০/-
২।	গাজীপুর	৭০	৭০	১৬,৫২,০০০/-
৩।	মানিকগঞ্জ	৬২	৫২	৬,৭৯,০০০/-
৪।	মুন্সীগঞ্জ	৪৫	৪৫	৭,০০,০০০/-
৫।	নরসিংদী	৬৮	৪৭	১০,৭৮,০০০/-
৬।	নারায়ণগঞ্জ	৭২	৭২	১৪,৩৫,০০০/-
৭।	ফরিদপুর	৬১	৬১	৯,৩১,০০০/-
৮।	রাজবাড়ী	৫২	৫১	৫,১১,০০০/-
৯।	গোপালগঞ্জ	৫৫	৫৫	৫,৬৭,০০০/-
১০।	মাদারীপুর	৫০	৫০	৫,৮১,০০০/-
১১।	শরীয়তপুর	৪৩	৩৯	৫,৬০,০০০/-
১২।	কিশোরগঞ্জ	১১০	১১০	১৪,১৪,০০০/-
১৩।	টাঙ্গাইল	১৩০	১৩০	১৭,৫০,০০০/-
	সর্বমোট =	**১১২৫**	**১০৮৯**	**১,৭৭,১০,০০০/-**

বিভাগ : চট্টগ্রাম

ক্রমিক নং	জেলার নাম	আবেদন সংখ্যা	বরাদ্দপ্রাপ্ত সংস্থা	অনুদানের পরিমাণ
১৪।	চট্টগ্রাম	২১৩	২০৮	৩৭,০৩,০০০/-
১৫।	কক্সবাজার	৫৪	৫৪	১১,১৩,০০০/-
১৬।	খাগড়াছড়ি	১৬	১৬	৩,০১,০০০/-
১৭।	রাঙ্গামাটি	১২	১২	২,৭৯,০০০/-
১৮।	বান্দরবান	৮	৮	১,৮৩,০০০/-
১৯।	কুমিল্লা	১০৭	১০৭	২৬,১৮,০০০/-
২০।	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	৯৯	৯৯	১৩,৭৯,০০০/-
২১।	চাঁদপুর	৫৮	৫৮	১১,৭৬,০০০/-
২২।	নোয়াখালী	৫৪	৫৪	১৫,১২,০০০/-
২৩।	ফেনী	৫৩	৫৩	৭,০০,০০০/-
২৪।	লক্ষ্মীপুর	৬৬	৬৬	৮,৪০,০০০/-
	সর্বমোট =	**৭৪০**	**৭৩৫**	**১,৩৮,০৪,০০০/-**

বিভাগ : রাজশাহী

ক্রমিক নং	জেলার নাম	আবেদন সংখ্যা	বরাদ্দপ্রাপ্ত সংস্থা	অনুদানের পরিমাণ
২৫।	রাজশাহী	৪২	৪২	১২,৬০,০০০/-
২৬।	নওগাঁ	৯৭	৬৫	১২,৬৭,০০০/-
২৭।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৭৫	৭৫	৭,৯৮,০০০/-
২৮।	নাটোর	৩৪	৩৪	৮,২৬,০০০/-
২৯।	বগুড়া	১২৯	১২৯	১৬,৫২,০০০/-
৩০।	জয়পুরহাট	২৭	২৭	৪,৪৮,০০০/-
৩১।	পাবনা	৯০	৯০	১২,২৫,০০০/-
৩২।	সিরাজগঞ্জ	৭০	৭০	১৫,০৫,০০০/-
	সর্বমোট =	**৫৬৪**	**৫৩২**	**৮৯,৮১,০০০/-**

বিভাগ : রংপুর

ক্রমিক নং	জেলার নাম	আবেদন সংখ্যা	বরাদ্দপ্রাপ্ত সংস্থা	অনুদানের পরিমাণ
৩৩।	রংপুর	১০৪	১০৪	১৪,০০,০০০/-
৩৪।	নীলফামারী	৩৯	৩১	৮,৮৯,০০০/-
৩৫।	কুড়িগ্রাম	৬৯	৬৯	১০,০৮,০০০/-
৩৬।	গাইবান্ধা	১৫১	১১৫	১১,৫৫,০০০/-
৩৭।	লালমনিরহাট	৪৭	৪৭	৬,০৯,০০০/-
৩৮।	দিনাজপুর	১৩২	১৩২	১৪,৫৬,০০০/-
৩৯।	ঠাকুরগাঁও	৬১	৬১	৬,৭৯,০০০/-
৪০।	পঞ্চগড়	৬৮	৪৮	৪,৮৩,০০০/-
	সর্বমোট =	**৬৭১**	**৬০৭**	**৭৬,৭৯,০০০/-**

বিভাগ : খুলনা

ক্রমিক নং	জেলার নাম	আবেদন সংখ্যা	বরাদ্দপ্রাপ্ত সংস্থা	অনুদানের পরিমাণ
৪১।	খুলনা	১০৯	১০৯	১১,২৭,০০০/-
৪২।	সাতক্ষীরা	১৩২	৯৭	৯,৬৬,০০০/-
৪৩।	বাগেরহাট	৭০	৭০	৭,১৪,০০০/-
৪৪।	যশোর	১৩৪	১৩৪	১৩,৪৪,০০০/-
৪৫।	ঝিনাইদহ	৭২	৭২	৮,৬১,০০০/-
৪৬।	মাগুরা	৪৭	৪৫	৪,৪৮,০০০/-
৪৭।	নড়াইল	২২	২২	৩,৫০,০০০/-
৪৮।	কুষ্টিয়া	৭৮	৭৮	৯,৪৫,০০০/-
৪৯।	চুয়াডাঙ্গা	৬৩	৫৪	৫,৪৬,০০০/-
৫০।	মেহেরপুর	৩২	৩২	৩,২২,০০০/-
	সর্বমোট =	**৭৫৯**	**৭১৩**	**৭৬,২৩,০০০/-**

বিভাগ : বরিশাল

ক্রমিক নং	জেলার নাম	আবেদন সংখ্যা	বরাদ্দপ্রাপ্ত সংস্থা	অনুদানের পরিমাণ
৫১।	বরিশাল	১৩০	১১২	১১,৩৪,০০০/-
৫২।	ভোলা	৩৩	৩৩	৮,৬১,০০০/-
৫৩।	ঝালকাঠী	৪১	৩৩	৩,২৯,০০০/-
৫৪।	পিরোজপুর	৫৪	৫৪	৫,৩৯,০০০/-
৫৫।	পটুয়াখালী	৬০	৬০	৭,৪৯,০০০/-
৫৬।	বরগুনা	৩১	৩১	৪,৩৪,০০০/-
	সর্বমোট =	**৩৪৯**	**৩২৩**	**৪০,৪৬,০০০/-**

বিভাগ : সিলেট

ক্রমিক নং	জেলার নাম	আবেদন সংখ্যা	বরাদ্দপ্রাপ্ত সংস্থা	অনুদানের পরিমাণ
৫৭।	সিলেট	১২৭	১২৭	১৬,৭৩,০০০/-
৫৮।	হবিগঞ্জ	৭২	৭২	১০,১৫,০০০/-
৫৯।	মৌলভীবাজার	৫৬	৫৬	৯,৩১,০০০/-
৬০।	সুনামগঞ্জ	৩৫	৩৩	১১,৯৭,০০০/-
	সর্বমোট =	**২৯০**	**২৮৮**	**৪৮,১৬,০০০/-**

বিভাগ : ময়মনসিংহ

ক্রমিক নং	জেলার নাম	আবেদন সংখ্যা	বরাদ্দপ্রাপ্ত সংস্থা	অনুদানের পরিমাণ
৬১।	ময়মনসিংহ	১৯৪	১৯৩	২৪,৮৫,০০০/-
৬২।	জামালপুর	৮২	৮২	১১,১৩,০০০/-
৬৩।	শেরপুর	৬৪	৬৪	৬,৫৮,০০০/-
৬৪।	নেত্রকোনা	১০৪	১০৪	১০,৮৫,০০০/-
	সর্বমোট =	**৪৪৪**	**৪৪৩**	**৫৩,৪১,০০০/-**

৮.৮ বিভিন্ন শ্রেণির স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিকে অনুদান বিতরণের আলোকচিত্র

চিত্র-৯: ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ঢাকা জেলার বিভিন্ন শ্রেণির প্রতিষ্ঠানের চেক বিতরণ অনুষ্ঠান

চিত্র-১০: ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর মাঝে চেক বিতরণ

চিত্র-১১: ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে রোগীকল্যাণ সমিতির চেক বিতরণ

চিত্র-১২: ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের রোগীকল্যাণ সমিতির চেক বিতরণ

৮.৯ বিশেষ অনুদান বিতরণ

অনুদান বণ্টন নীতিমালা ২০১১-এর আলোকে বিশেষ অনুদান খাতের অর্থ মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী মহোদয় বরাদ্দ দিয়ে থাকেন। দরিদ্র, অসহায়, দুঃস্থ, সাধারণ মানুষদের বিশেষ করে দুঃস্থ অসহায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিকিৎসা, লেখাপড়া, বিবাহ, পুনর্বাসন এবং কর্মসংস্থান ইত্যাদি খাতে ব্যক্তি বিশেষকে অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়াও কিছু কিছু কল্যাণমূলক সংগঠন/ সমিতি/পাঠাগার/ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও এ অনুদান বরাদ্দ করা হয়। অনুদানের অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৬০০টি প্রতিষ্ঠানকে ৫৮,০০,০০০/- (আটান্ন লক্ষ টাকা মাত্র) এবং ১৫৪০০ জন প্রতিবন্ধী/দুঃস্থ ব্যক্তিকে ৬,৩৭,০০,০০০/- (ছয় কোটি সাইত্রিশ লক্ষ টাকা মাত্র) বিশেষ অনুদান বরাদ্দ করা হয়েছে।

চিত্র-১৩: রাজশাহীতে বিশেষ অনুদান চেক বিতরণ

চিত্র-১৪: বিশেষ অনুদানের চেক বিতরণ, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, টঙ্গী, গাজীপুর

চিত্র-১৫: আর্থিক অনুদান বিতরণ, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, পঞ্চগড়

চিত্র-১৬: সাতক্ষীরায় বিশেষ অনুদানের চেক বিতরণ

৮.১০ জেলা সমাজকল্যাণ কমিটি

দেশের ৬৪টি জেলায় ৬৪টি জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ রয়েছে। ৬৪টি জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদকে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৪,৫০,০০,০০০/- (চার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে ।

চিত্র-১৭: প্রাকৃতিক দুর্যোগে অসহায় ব্যক্তির মাঝে অনুদান বিতরণ, খাগড়াছড়ি

৯. পরিদর্শন

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ, এমপি মহোদয় রোগীকল্যাণ সমিতি, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড পরিদর্শন করেন এবং রোগী কল্যাণ সমিতি সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন। এছাড়াও পরিষদের কর্মকর্তাবৃন্দ রুটিন মাফিক বিভিন্ন জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ, জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, শহর সমন্বয় পরিষদ ও রোগীকল্যাণ সমিতিসমূহ পরিদর্শন করেন।

চিত্র-১৮: রোগী কল্যাণ সমিতি, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা পরিদর্শন

চিত্র-১৯: রোগীকল্যাণ সমিতি, মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা পরিদর্শন

চিত্র-২০: পটুয়াখালী জেলার মির্জাগঞ্জ উপজেলার রোগীকল্যাণ সমিতি পরিদর্শন

১০. বিভিন্ন জেলায় অনুদান বিতরণের আলোকচিত্র

লালমনিরহাট জেলা

চিত্র-২১: লালমনিরহাট জেলায় প্রকল্প সমন্বয় পরিষদ, রোগী কল্যাণ সমিতি ও সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাঝে অনুদান বিতরণ করেন জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।

কিশোরগঞ্জ জেলা

চিত্র-২২: জনাব ফরহাদ হোসেন এমপি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সমাজসেবা কার্যালয়, কিশোরগঞ্জর অনুদান বিতরণ

চট্টগ্রাম জেলা

চিত্র-২৩: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে চট্টগ্রামে বিশেষ অনুদানের চেক বিতরণ করেন ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এমপি

কুমিল্লা জেলা

চিত্র-২৪: কুমিল্লা জেলায় অনুদানের চেক বিতরণ করেন বীরমুক্তিযোদ্ধা আ.ক.ম বাহাউদ্দিন বাহার, মাননীয় সংসদ সদস্য, কুমিল্লা-০৬

হবিগঞ্জ জেলা

চিত্র-২৫: হবিগঞ্জ জেলায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি উপকারভোগীর মাঝে এককালীন আর্থিক সহায়তা ডাক বিভাগের নগদ সেবার মাধ্যমে প্রদান

পিরোজপুর জেলা

চিত্র-২৬: পিরোজপুর জেলায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের অনুদান বিতরণ

শরীয়তপুর জেলা

চিত্র-২৭: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে শরীয়তপুর জেলায় বিশেষ অনুদানের চেক বিতরণ

১১. মানব সম্পদ উন্নয়ন

১১.১ গবেষণা, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ দেশে সময়ে সময়ে উদ্ভুত সামাজিক বিভিন্ন সমস্যার ওপর জরিপ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকার স্বীকৃত একটি প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৬ সালে পরিষদ গঠনের সময়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার ম্যান্ডেট থাকলেও উপযুক্ত জনবলের অভাবে অন্যান্য অনেক কাজের সাথে গুরুত্বপূর্ণ অন্যতম এ দায়িত্বটি যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব হয়নি। বিক্ষিপ্তভাবে কিছু গবেষণা ও জরিপ কার্য সম্পাদিত হলেও সময়ের চাহিদার আলোকে গবেষণা কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে ২০১৬ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ এবং সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ এবং সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বিগত ২০১৬ অর্থবছরের সমঝোতা স্মারকের প্রেক্ষিতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ''সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন: উপকারভোগীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে এর প্রভাব" বিষয়ে সমীক্ষা বিষয়ের ওপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

১১.২ কর্মশালায় গৃহীত সুপারিশমালা

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের অর্থায়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের তত্ত্বাবধানে ''সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন : উপকারভোগীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে এর প্রভাব বিষয়ে সমীক্ষা' শীর্ষক কর্মশালায় গৃহীত সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ :

১. কোনো কোনো এলাকায় তিন মাস আবার কোনো এলাকায় ছয় মাস অন্তর অন্তর ভাতার টাকা দেয়া হয় যা এক ধরনের বৈষম্যের সৃষ্টি করেছে বলে অনেকেই মনে করেন। এ ধরনের বৈষম্য দূর করে একটি নির্দিষ্ট সময়ে একই সাথে ভাতার অর্থ দেয়া উচিত।

২. মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ভাতার টাকা পরিশোধ করা যায় কি না তা পাইলট করা যেতে পারে; উল্লেখ্য, স্কুলের উপবৃত্তির টাকা এ পদ্ধতিতে দেয়া হচ্ছে।

৩. উপযুক্ত ভাতাভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি কমানের জন্য পর্যাপ্ত মনিটরিং দরকার।

৪. তুলনামূলক কম বয়স্ক বিধবা, সামর্থ্যবান বয়স্ক ব্যক্তি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা দরকার; এতে তাদের ভাতার অর্থ অপেক্ষাকৃত অসহায় ও অক্ষম ব্যক্তিদের মাঝে বিতরণ করা যেতে পারে।

৫. প্রতিবন্ধীতার ধরন অনুযায়ী ভাতার অর্থ পুনঃনির্ধারণ করা উচিত যেন তারা ভাতার অর্থে ফলপ্রসূ চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের সুযোগ পায়।

৬ ব্যাংক থেকে ভাতার টাকা উত্তোলনে হয়রানি, কষ্ট ও পরিশ্রম কমানোর জন্য প্রতিটি ভাতা প্রদানকারী ব্যাংকে আলাদা একটি লেন/স্থান থাকা জরুরি; প্রতিবন্ধী ও বয়োঃবৃদ্ধদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে লাইনে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করা ও টাকা প্রদান করা উচিত।

৭. কোনো কোনো ব্যাংকে ভাতার টাকার সাথে টাকার বিনিময়ে লটারির টিকিট ধরিয়ে দেয়া হয়; এ ধরনের প্রবণতা সম্পূর্ণ বন্ধ করা উচিত।

৮. কোনো কোনো ব্যাংকে চেক লেখার বিনিময়ে এক শ্রেণির মধ্যস্বত্বভোগী দশ টাকা করে গ্রহণ করে; এ ধরনের কার্যক্রম বন্ধ করা উচিত; প্রয়োজনে ভাতা প্রদানের দিনে নিকটস্থ কলেজ শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা যেতে পারে যারা চেক লেখা থেকে শুরু করে ভাতাভোগীদের সার্বিক সহযোগিতা করবে।

৯. অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যাংক কর্মকর্তাদের দুর্ব্যবহার ও অপমানজনক আচরণের অভিযোগ করেছেন ভাতাভোগীরা; 'গরিব' বলে অপমানের এ অপচর্চা বন্ধ করা উচিত।

১০. বর্তমান বাজার ও সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে ভাতার পরিমাণ নির্ধারণ করা উচিত। অনেকের মতে, বিধবা ও বয়স্কভাতার পরিমাণ মাসে ১০০০ টাকা হলে ভালো হয়। প্রতিবন্ধী ভাতা মাসে ১২০০ টাকা করা যেতে পারে। অধিকাংশ ভাতাভোগীই বলেছেন, "সরকার আর কটা টাকা বেশি দিলে ভালো হতো"।

১১. ভাতার ফলে প্রতিটি ভাতাভোগীর জীবনে কী ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে সে বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্যভাণ্ডার থাকা উচিত।

১২. ব্যাংক কর্মকর্তাদের মনোভাব পরিবর্তন দরকার; ভাতাভোগীদের বসার জন্য অন্ততঃ ৫০টি চেয়ার/অন্যভাবে বসার ব্যবস্থা করা দরকার; নির্দিষ্ট সময়ে টাকা উত্তোলন করা না গেলে তাদের জন্য সময় উন্মুক্ত রাখা উচিত।

১৩. বয়স্ক ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে বর্তমান নীতিমালার কিছু পরিবর্তন দরকার; বয়স্ক ভাতার ক্ষেত্রে পুরুষদের বয়স ৬৫ থেকে ৬০ ও নারীদের ক্ষেত্রে ৬২ বছরের পরিবর্তে ৫৫ বছর করা যেতে পারে।

১৪. ভাতাভোগী নির্বাচন থেকে শুরু করে টাকা উত্তোলন এবং সেই টাকার সঠিক ব্যবহার ও উপকার নিরূপণ/ মনিটরিং করার জন্য প্রতিটি স্তরেই ব্যবস্থা থাকাটা জরুরি। বর্তমানে প্রতিটি ভাতার জন্য আলাদা নীতিমালা রয়েছে তবে নীতিমালায় প্রতিটি সদস্যের ও কমিটি প্রধানের দায়িত্ব সুস্পষ্ট করা উচিত। বিভিন্ন কমিটির চেয়ারম্যানরা যদি এককভাবে সকল দায়িত্ব পালন করেন তাহলে সেখানে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে; স্বজনপ্রীতি ও অনিয়মের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

১৫. ইউনিয়ন পর্যায়ে যে সকল বেসরকারি ব্যাংকের শাখা রয়েছে সে সকল ব্যাংকের মাধ্যমে ভাতা দেয়ার সম্ভাব্যতা যাচাই করা যেতে পারে এবং উপজেলা পর্যায়ের কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে সরাসরি ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে ভাতা দেয়া যায় কি না তা পাইলট আকারে দেখা যেতে পারে।

১১.৩ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ দক্ষ ও প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ সৃষ্টি ও উন্নয়নে নিয়মিতভাবে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নির্বাহীগণের জন্য ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছর থেকে "সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত সংগঠনের ব্যবস্থাপনা ও কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে আসছে। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলি সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়ে থাকে–

- বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম;
- সমাজসেবা অধিদফতরের কার্যক্রম;
- স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৬১ ও বিধিমালা ১৯৬২;
- সমাজকল্যাণের গুরুত্বপূর্ণ, প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যক্তি ও সংগঠনের ভূমিকা;
- নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধ;
- জন্ম নিবন্ধন, বিবাহ নিবন্ধন ও ভোটার নিবন্ধন আইনসমূহ;
- নারী ও শিশু নির্যাতন ও পাচার প্রতিরোধ;
- যৌতুক ও বাল্যবিবাহ আইন;
- পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ভূমিকা;
- প্রাথমিক স্বাস্থ্য, মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা;
- মাদকাসক্তি সমস্যা ও তার প্রতিকার;
- সামাজিক বনায়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণে বনায়নের গুরুত্ব;
- নেতৃত্বের স্বরূপ, গুণাবলী ও নেতৃত্বের ধরণ, সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে নেতৃত্বের গুরুত্ব;
- জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ ও নারীর ক্ষমতায়ন;
- দারিদ্র্য বিমোচন, ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি;
- বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন (গবাদী পশু, হাঁসমুরগী পালন, হস্তশিল্প, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, মৎস্যচাষ প্রভৃতি);
- স্যানিটেশন এবং আর্সেনিক সমস্যা ও তার প্রতিকার;
- তথ্য প্রযুক্তির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা;
- স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার, স্থানীয় সরকার এবং জিও-এনজিও সহযোগিতা;
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের করণীয়;
- স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনায় গবেষণা;
- জরীপ, মূল্যায়নের গুরুত্ব ও প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের আয়-ব্যয় নির্বাহের নিয়মাবলী;
- ক্যাশবহি লিখন এবং নিরীক্ষা;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩;
- জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম;
- দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় চলমান গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ;
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি;
- বর্তমান সরকারের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড ও সফলতা (আগামীর বাংলাদেশ);
- 'সোনার বাংলা- ডেলটা প্লান ২১০০, রূপকল্প-২০২১।

এ প্রশিক্ষণে রিসোর্স পার্সন হিসেবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদফতর, দপ্তর, সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রশিক্ষণ শেষে সমাপনী দিবসে প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র প্রদান করা হয়। পরিষদ কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যদের জন্য "সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত সংগঠনের ব্যবস্থাপনা ও কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় ৩১টি প্রশিক্ষণ কোর্স এবং ৩টি রিফ্রেসার্স কোর্সসহ সর্বমোট ৩৪টি কোর্সে ১২৬৪ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে ১০৪০ জন পুরুষ এবং ২২৪ জন মহিলা। এ প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১২২৫ জন। এক্ষেত্রে ১২৬৪ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ১০৩%।

১১.৪ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আলোকচিত্র

চিত্র-২৮: ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ কোর্সে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মিজ জুয়েনা আজিজ।

চিত্র-২৯: ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২৩তম প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

চিত্র-৩০: ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৭তম প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান

চিত্র-৩১: ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১১তম প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান

চিত্র-৩২: ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩য় রিফ্রেসার্স কোর্সে মৌলভীবাজারে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

১১.৫ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিসংখ্যান

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৩১টি প্রশিক্ষণ কোর্স এবং ৩টি রিফ্রেসার্সসহ ৩৪টি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে। এ সকল কোর্সে অংশগ্রহণকারী সংগঠনগুলোর পরিচালিত প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

সারণি-৭: প্রশিক্ষণার্থীগণের সংগঠনভিত্তিক কার্যক্রম

কোর্স নম্বর	হাঁস-মুরগী পালন	গবাদি পশু পালন ও মোটা তাজাকরণ	মৎস্য চাষ	বৃক্ষরোপণ নার্সারী	প্রাথমিক স্বাস্থ্য জ্ঞান	প্রাথমিক শিক্ষা ও বয়েপড়া কমানো	বয়স্ক শিক্ষা	স্যানিটেশন	হস্ত ও কুটির শিল্প	বাল্যবিবাহ নিরোধ	যৌতুক বিরোধী প্রচারণা	মাদক বিরোধী প্রচারণা	মানবাধিকার সংরক্ষণ	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	সেলাই প্রশিক্ষণ	ক্ষুদ্র ঋণ	প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কার্যক্রম
১ম	০১	০১	০৭	১৫	০৪	০৮	০২	০৪	-	০৪	০১	০১	-	-	০৪	-	০১
২য়	০১	-	০২	০৮	০৪	০৫	০২	০৬	০৪	০৫	০৪	০৩	-	০১	০১	০১	০৫
৩য়	-	০১	০৫	১১	০৪	১২	০২	০৫	-	০৭	০৩	০৩	-	-	০১	০১	০১
৪র্থ	০১	০৪	০৫	০৮	০৩	০৬	০১	০২	-	০৫	০১	-	-	০২	০১	০১	০৪
৫ম	-	-	০২	১১	০৮	০৭	০১	০২	০২	০৫	০২	০২	-	-	০৪	০১	০৬
৬ষ্ঠ	০১	০১	০৭	১২	০৩	০৩	০১	০৪	০৩	০৬	-	০২	০১	-	০২	০২	০২
৭ম	০১	-	০৪	০৬	০৪	০৫	-	০৩	০৩	০৫	০১	-	০১	০২	০৩	০১	০২
৮ম	০১	০৫	০৬	০৯	০৫	০৫	০১	০২	০২	০১	০১	-	-	-	০৪	-	০৪
৯ম	০১	-	০৪	১২	০৪	০৬	০৪	০২	০১	০৭	০৪	০১	-	০১	০৪	-	০৫
১০ম	০৪	০৪	০৮	০৮	০৫	০৯	-	০৪	০৩	০৫	-	০১	-	-	০৬	০১	০২
১১তম	০২	-	০৮	১০	০৬	০২	-	০৩	০৩	০৫	০১	০১	০১	-	০২	০২	০৬
১২তম	০৩	০৪	০৫	০৩	০৩	০৫	০১	০৩	০১	০৬	০১	-	-	-	০৫	০৩	০৪
১৩তম	০২	০১	০৩	১০	১১	১১	০১	০২	০২	০৬	-	০৪	-	০১	০৬	০১	০৫
১৪তম	০২	০৪	০৮	০৭	০৪	১১	০১	০৪	০১	০৫	০১	০২	-	০১	০৩	-	০৫
১৫তম	০১	০২	০২	০৫	০১	০৪	০২	০২	-	০৬	০২	০১	-	-	-	-	০৩
১৬তম	০৫	০৪	০৭	০৭	০২	০৫	০২	০৩	-	০৪	-	০১	-	০১	০৩	-	০৩
১৭তম	-	-	০৬	০৮	০৩	০৫	০১	০২	০১	০৮	০১	০৫	-	-	০২	০২	০২
১৮তম	০২	০২	০৮	০৮	০৬	০৮	০২	০৩	-	০৯	০২	০১	-	০১	০২	০১	০৬
১৯তম	০১	-	০৭	১০	০৫	০৭	-	০৫	০১	০৩	-	০১	-	০১	০২	০২	০৫
২০তম	০৫	০৪	১০	১৫	০৪	-	-	০২	০১	০৬	০২	০১	-	০৪	০৬	০১	০৭
২১তম	০৩	০৩	০৮	০৯	০৪	০৮	০১	০৪	-	০১	০১	০১	-	০১	০১	-	০৩
২২তম	-	-	০২	১১	০৮	০৭	০১	০২	০২	০৫	০২	০২	-	-	০৪	০১	০৬
২৩তম	০৩	০৪	০৫	০৩	০৩	০৫	০১	০৩	০১	০৬	০১	-	-	-	০৫	০৩	০৪
২৪তম	০২	০১	০৩	১০	১১	১১	০১	০২	০২	০৬	-	০৪	-	০১	০৬	০১	০৫
২৫তম	০২	০৪	০৮	০৭	০৪	১১	০১	০৪	০১	০৫	০১	০২	-	০১	০৩	-	০৫
২৬তম	০১	০২	০২	০৫	০১	০৪	০২	০২	-	০৬	০২	০১	-	-	-	-	০৩
২৭তম	-	০১	০২	০৪	০৩	০৫	০৩	০৩	-	০৪	০১	০৩	-	-	০৫	০১	০৩
২৮তম	০৪	০১	০৮	১০	০১	০৪	-	০২	-	০১	-	-	-	০২	০৩	০৫	০৪
২৯তম	-	-	০২	০৯	০৬	০৫	০৪	০২	-	০৫	০১	-	-	-	০২	০১	০৬
৩০তম	০২	০২	০২	০৪	০৬	০৭	০৪	০২	০১	০৫	-	-	-	০১	০৩	০১	০৮
৩১তম	০২	০৩	০৬	০৬	১০	০৯	০২	০৩	০২	১০	০১	০৪	-	-	০৫	০২	০২
৩২তম	০১	-	০১	০৯	০৯	০৭	০২	০১	০১	০৫	০১	-	-	-	০৪	০২	০৭
৩৩তম	০৩	-	০৫	০৮	০৬	০৭	০৩	-	০১	০৬	-	০২	-	-	০২	-	০৭
৩৪তম	০২	-	০১	০৫	০৭	০৬	০২	০১	০৬	০৫	-	-	-	-	০৫	০১	০৫
মোট=	৫৯	৫৮	১৬৯	২৬৩	১৬০	২১৩	৫২	৯২	৪৩	১৭৩	৩৬	৪৭	৩	২১	১০৫	৩৭	১৫০

এক নজরে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্সের বিবরণী–

কোর্সের নাম : সামজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত সংগঠনের ব্যবস্থাপনা ও কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন।
প্রশিক্ষণার্থীদের ধরন : স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নির্বাহীগণ।
কোর্সের সময়কাল : ৫দিন
কোর্সের সংখ্যা : ৩১টি=১১৮৭জন
রিফ্রেসার্স কোর্স : ৩টি = ৭৭জন
মোট বাজেট : ১,৮৭,০০,০০০/-

সারণি-৮: ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ সিডিউল

কোর্স নম্বর	প্রশিক্ষণের তারিখ প্রশিক্ষণ শুরু এবং শেষ	প্রশিক্ষণের মেয়াদ (দিন)	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা			প্রশিক্ষণ কোর্সের মোট ব্যয় (টাকায়)
			পুরুষ (জন)	মহিলা (জন)	মোট (জন)	
১ম	০৫-০৮-২০১৮ হতে ০৯-০৮-২০১৮	৫	২৭	১২	৩৯	৪,৩৯,৮৪৫/-
২য়	০৩-০৯-২০১৮ হতে ০৭-০৯-২০১৮	৫	২৮	৫	৩৩	৩,৭৯,১৪০/-
৩য়	০৯-০৯-২০১৮ হতে ১৩-০৯-২০১৮	৫	২৩	২	২৫	৩,০৭,০৫০/-
৪র্থ	১৬-০৯-২০১৮ হতে ২০-০৯-২০১৮	৫	৩২	২	৩৪	৩,৬২,৯৩৫/-
৫ম	২৩-০৯-২০১৮ হতে ২৭-০৯-২০১৮	৫	৩০	৫	৩৫	৩,৯৩,৪২৫/-
৬ষ্ঠ	৩০-০৯-২০১৮ হতে ০৪-১০-২০১৮	৫	২৫	৩	২৮	৩,৩০,৩৯০/-
৭ম	০৭-১০-২০১৮ হতে ১১-১০-২০১৮	৫	৩১	৫	৩৬	৪,০২,৯২৫/-
৮ম	১৪-১০-২০১৮ হতে ১৮-১০-২০১৮	৫	৩৯	২	৪১	৪,৪৪,৯৫০/-
৯ম	২১-১০-২০১৮ হতে ২৫-১০-২০১৮	৫	২৫	৫	৩০	৩,৩৬,৫০০/-
১০ম	২৮-১০-২০১৮ হতে ০১-১১-২০১৮	৫	৩৬	২	৩৮	৪,৩৪,৭০০/-
১১তম	০৪-১১-২০১৮ হতে ০৮-১১-২০১৮	৫	৩১	৭	৩৮	৪,৩০,৭৪৫/-
১২তম	১১-১১-২০১৮ হতে ১৫-১১-২০১৮	৫	৩৩	৩	৩৬	৪,১৫,৬৫০/-
১৩তম	১৮-১১-২০১৮ হতে ২২-১১-২০১৮	৫	২৯	৮	৩৭	৪,০৭,৫৯০/-
১৪তম	২৫-১১-২০১৮ হতে ২৯-১১-২০১৮	৫	৩৩	১৬	৪৯	৫,২৫,৮৫০/-
১৫তম	০২-১২-২০১৮ হতে ০৬-১২-২০১৮	৫	৩১	১৫	৪৬	৪,৯২,০৫০/-
১৬তম	০৯-১২-২০১৮ হতে ১৩-১২-২০১৮	৫	২৫	১১	৩৬	৪,১৭,০৫০/-
১৭তম	২০-০১-২০১৯ হতে ২৪-০১-২০১৯	৫	৪০	৫	৪৫	৪,৬৮,৭৫০/-
১৮তম	২৭-০১-২০১৯ হতে ৩১-০১-২০১৯	৫	৩৬	৮	৪৪	৪,৬৮,২৫০/-
১৯তম	০৩-০২-২০১৯ হতে ০৭-০২-২০১৯	৫	৩২	৫	৩৭	৩,৯৯,০৫০/-
২০তম	১০-০২-২০১৯ হতে ১৪-০২-২০১৯	৫	২৮	৯	৩৭	৪,১১,৮৫০/-
২১তম	১৭-০২-২০১৯ হতে ২১-০২-২০১৯	৫	৩২	৪	৩৬	৩,৮৮,৮৫০/-
২২তম	২৪-০২-২০১৯ হতে ২৮-০২-২০১৯	৫	২৫	৫	৩০	৩,৫৪,২৫০/-
২৩তম	০৩-০৩-২০১৯ হতে ০৭-০৩-২০১৯	৫	৩৭	৪	৪১	৪,৩১,৪৫০/-
২৪তম	১০-০৩-২০১৯ হতে ১৪-০৩-২০১৯	৫	৩২	৮	৪০	৪,২৭,০৫০/-
২৫তম	১৭-০৩-২০১৯ হতে ২১-০৩-২০১৯	৫	৩০	৮	৩৮	৪,২৭,০৫০/-
২৬তম	৩১-০৩-২০১৯ হতে ০৪-০৪-২০১৯	৫	২৮	৭	৩৫	৪,২৭,০৫০/-
২৭তম	০৭-০৪-২০১৯ হতে ১১-০৪-২০১৯	৫	৩১	১২	৪৩	৪,৪৮,২৫০/-
২৮তম	১৫-০৪-২০১৯ হতে ১৯-০৪-২০১৯	৫	৩৩	৭	৪০	৪,১২,০৩০/-
২৯তম	২১-০৪-২০১৯ হতে ২৫-০৪-২০১৯	৫	৩৯	৬	৪৫	৪,৮২,০৮০/-
৩০তম	২৮-০৪-২০১৯ হতে ০২-০৫-২০১৯	৫	৪০	১৪	৫৪	৫,৩৯,৭৭৯/-
৩১তম	১৬-০৬-২০১৯ হতে ২০-০৬-২০১৯	৫	৩৩	৮	৪১	৪,২২,৫৭৬/-
			৯৭৪	২১০	১১৮৭	১,৩০,২৯,১১০/-
বি. দ্র.	রিফ্রেসার্স কোর্সে-					
১ম	০৬-১২-২০১৮ হতে ০৯-১২-২০১৮	৪	২৪	২	২৬	৮,০০,০০০/-
২য়	২৫-০৩-২০১৯ হতে ২৮-০৩-২০১৯	৪	২১	৬	২৭	৮,০০,০০০/-
৩য়	১৪-০৬-২০১৯ হতে ১৭-০৬-২০১৯	৪	২১	৩	২৪	৮,০০,০০০/-
			৬৬	১১	৭৭	২৪,০০,০০০/-
		সর্বমোট =	**১০৪০**	**২২৪**	**১২৬৪**	**১,৫৪,২৯,১০০/-**

সারণি-৯: ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৩৪টি কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের বিভাগ/জেলাওয়ারী তথ্য

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	জেলা হতে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর মনোনয়ন প্রস্তাব (জন)	পরিষদ কর্তৃক মনোনয়ন (জন)	প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী (জন)
১	ঢাকা	ঢাকা	৩০	৩০	৩০
২	”	গাজীপুর	৪০	৩৬	২৩
৩	”	মানিকগঞ্জ	৩০	২৮	২২
৪	”	মুন্সীগঞ্জ	২০	১০	১০
৫	”	নারায়ণগঞ্জ	৩০	৩০	২৫
৬	”	নরসিংদী	৪০	২০	০৭
৭	”	ফরিদপুর	৫০	২৮	২৪
৮	”	রাজবাড়ী	২০	১৪	১১
৯	”	গোপালগঞ্জ	৪০	৩৬	২৬
১০	”	শরীয়তপুর	২০	২০	১৬
১১	”	মাদারীপুর	২৫	২২	১৭
১২	”	জামালপুর	৩০	২৬	২০
১৩	”	শেরপুর	২০	১০	১০
১৪	”	ময়মনসিংহ	১০	১১	৮
১৫	”	কিশোরগঞ্জ	৫০	৪০	৩০
১৬	”	নেত্রকোণা	--	--	--
১৭	”	টাঙ্গাইল	৪৫	৪০	৩০
১৮	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	৩৬	২৫	২০
১৯	”	কক্সবাজার	৩৪	৩০	২৪
২০	”	খাগড়াছড়ি	২৪	২০	১০
২১	”	রাঙ্গামাটি	১১	১০	০৮
২২	”	বান্দরবান	২২	১৬	০৬
২৩	”	কুমিল্লা	৬০	৪০	৩৮
২৪	”	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	১৬	০৫	০৫
২৫	”	চাঁদপুর	২৪	২৩	২২
২৬	”	নোয়াখালী	২২	১৫	১৪
২৭	”	ফেনী	০৯	০৮	০৮
২৮	”	লক্ষ্মীপুর	১৪	১২	১২
২৯	রাজশাহী	রাজশাহী	৪০	৩২	২৫
৩০	”	নওগাঁ	২০	১৫	১৩
৩১	”	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১৫০	১৪০	৯০
৩২	”	নাটোর	৩২	৩২	২০
৩৩	”	বগুড়া	৬০	৪৫	৪০
৩৪	”	জয়পুরহাট	১০	৮	--
৩৫	”	পাবনা	৫০	৪০	৩০
৩৬	”	সিরাজগঞ্জ	২০	১০	০৮
৩৭	রংপুর	রংপুর	২০	২৫	২০
৩৮	”	নীলফামারী	২০	২০	২০
৩৯	”	কুড়িগ্রাম	১০	০৮	৭
৪০	”	গাইবান্ধা	৪০	৩৫	৩২
৪১	”	লালমনিরহাট	৩০	২৮	২৪
৪২	”	দিনাজপুর	৬০	৩৬	৩৪
৪৩	”	ঠাকুরগাঁও	৩০	২৫	২৪
৪৪	”	পঞ্চগড়	২০	১৮	১৬
৪৫	খুলনা	খুলনা	৪০	৩০	৩৩
৪৬	”	বাগেরহাট	৫০	২৫	২৫

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	জেলা হতে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর মনোনয়ন প্রস্তাব (জন)	পরিষদ কর্তৃক মনোনয়ন (জন)	প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী (জন)
৪৭	”	সাতক্ষীরা	৩০	২৪	২৪
৪৮	”	যশোর	৬০	৩৬	৩৬
৪৯	”	ঝিনাইদহ	৩৫	২৫	২০
৫০	”	মাগুরা	৩০	২৫	২০
৫১	”	নড়াইল	২০	১৮	১০
৫২	”	কুষ্টিয়া	৪০	৩৬	২৭
৫৩	”	মেহেরপুর	৩০	২৮	২০
৫৪	”	চুয়াডাঙ্গা	৫০	৪০	২৮
৫৫	বরিশাল	বরিশাল	৩০	৩০	২৬
৫৬	”	ভোলা	---	---	---
৫৭	”	ঝালকাঠী	৮	৮	৬
৫৮	”	পিরোজপুর	১০	২০	১০
৫৯	”	পটুয়াখালী	২৬	২৫	১৬
৬০	”	বরগুনা	২৪	২০	১৬
৬১	সিলেট	সিলেট	৪০	৩০	১৮
৬২	”	হবিগঞ্জ	২০	২০	১৭
৬৩	”	মৌলভীবাজার	৪০	৩৫	১৮
৬৪	”	সুনামগঞ্জ	২০	১৮	১৫
	সর্বমোট=		**১৯৯০**	**১৬১৪**	**১২৬৪**

সারণি-১০: বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত বিগত ২০ বছরের প্রশিক্ষণ কোর্সের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

অর্থবছর	প্রশিক্ষণ কোর্সের সংখ্যা	কোর্সের মেয়াদ (দিন)	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (জন)			মহিলা প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণের শতকরা হার (%)	লক্ষ্য অর্জনের শতকরা হার (%)
			পুরুষ	মহিলা	মোট		
১৯৯৯-২০০০	৬	৩	১৩৩	২৯	১৬২	১৮	৯০
২০০০-২০০১	৯	৩	১৪৫	৭৫	২২০	৩৪	৮১
২০০১-২০০২	১০	৩	১৯৪	৩৮	২৩২	১৬	৭৭
২০০২-২০০৩	৯	৩/৫	১৯৯	৫৮	২৫৭	২৩	৯৫
২০০৩-২০০৪	১০	৪/৬	১৮৬	৬২	২৪৮	২৫	৮৩
২০০৪-২০০৫	১২	৪/৬	২৭২	৪৩	৩১৫	১৪	৮৮
২০০৫-২০০৬	১৫	৪/৫	৩৪৭	৪১	৩৮৮	১১	৮৬
২০০৬-২০০৭	১৩	৫	২৭৯	২৫	৩০৪	৮	৭৮
২০০৭-২০০৮	১৪	৫/৬	৩৩৯	২২	৩৬১	৬	৮৬
২০০৮-২০০৯	১৫	৫	৩৮২	৪৬	৪২৮	১১	৯৫
২০০৯-২০১০	১৫	৫	৩১৬	৫৪	৩৭০	১৫	৮২
২০১০-২০১১	২০	৫	৪০৩	১০৭	৫১০	২১	৮৫
২০১১-২০১২	২৫	৫	৫৯৩	৬৭	৬৬০	১০	৮৮
২০১২-২০১৩	২৫	৫	৬১৮	৯৯	৭১৭	১৪	৯৬
২০১৩-২০১৪	২৫	৫	৫৬৭	২০০	৭৬৭	২৬	১০২
২০১৪-২০১৫	৩০	৫	৭৭৭	১৩৭	৯১৪	১৫	১০২
২০১৫-২০১৬	৩৫	৫	৯২৪	১৩৯	১০৬৩	১৩	১০১
২০১৬-২০১৭	৩৬	৫	৯৫৭	১২৯	১০৮৬	১২	১০১
২০১৭-২০১৮	৩৫	৫	১০১৪	১১৬	১১৩০	১১	৯২
২০১৮-২০১৯	৩৪	৫	১০৪০	২২৪	১২৬৪	১৮	১০৩

১১.৬ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিবর্গের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে এই প্রথমবারের মতো স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের পরিচালনা বোর্ডের সদস্যবর্গ ও পরিষদ কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈদেশিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। Innovation Approaches for Strengthening Social Welfare Service শীর্ষক প্রশিক্ষণে ৬ জন করে দুটি প্রতিনিধি দল থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ায় ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে প্রতিনিধিবৃন্দ ব্যাংকক ও নমপেনে অবস্থিত সমাজকল্যাণ পরিষদসহ এতদধর্মী প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সমাজ ব্যবস্থা পরিদর্শন করেন। ব্যাংকক ও নমপেনের সাথে তুলনা করার জন্য দেশে ফিরে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ বাংলাদেশের সমধর্মী ২টি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে। প্রশিক্ষণার্থীবর্গ বিস্তারিত সুপারিশ পেশ করেন।

চিত্র-৩৩: Natonal Social Welfare Council of Thailand প্রতিনিধিবর্গের সাথে মতবিনিময়

চিত্র-৩৪: সরকারী শিশু পরিবার (বালিকা) তেজগাঁও, ঢাকা পরিদর্শন

সুপারিশমালা (থাইল্যান্ড দল)

থাইল্যান্ড ও বাংলাদেশ দুটি দেশই দক্ষিণ এশিয়ার দেশ । দু' দেশের উন্নয়ন অবকাঠামো ও চিত্র প্রশংসনীয়। সামাজিক নিরাপত্তা ও সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে দুটো দেশই এগিয়ে আছে। তবে তুলনামূলক চিত্র পর্যালোচনায় থাইল্যান্ড কিছুটা এগিয়ে আছে । থাইল্যান্ডের সেসকল বিষয়সমূহ বাংলাদেশে গ্রহণ করা যেতে পারে:

- প্রবীণদের কল্যাণে প্রবীণ কল্যাণ আইন প্রণয়ণ করা যেতে পারে;
- বিভাগ/জেলা পর্যায়ে প্রবীণদের জন্য প্রবীণ কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ করা যেতে পারে;
- বৃদ্ধ/প্রবীণদের দ্বারা বিভিন্ন হস্তশিল্প তৈরী, প্রদর্শনী ও বাজারজাত বাস্তবায়ন করা যেতে পারে;
- বাংলাদেশে বিভিন্ন শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য উন্নত আবাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;
- সর্বত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে;
- আবাসিক মেয়ে শিশুদের তত্ত্বাবধানের জন্য ডিজিটাল ইন্সপেকশনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে টেলিথেরাপি ব্যবস্থার আওতায় আনা যেতে পারে;
- প্রতিবন্ধীদের দ্বারা বিভিন্ন হস্তশিল্প তৈরী, প্রদর্শনী ও বাজারজাত করা যেতে পারে;
- এতিম/অনাথদের একটি নির্দিষ্ট সময় পর চাকুরীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;
- সেবাদাতা এবং গ্রহীতার দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তনে কাউন্সেলিং ও সামাজিক সচেতনতা তৈরী করা যেতে পারে;
- প্রবীণ হিতৈষী, অন্যান্যদের প্রচলিত সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি করা যেতে পারে;
- নতুন অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে সর্বত্র প্রতিবন্ধীবান্ধব, প্রবীণবান্ধব অবকাঠামো নির্মাণের বিস্তৃত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে;
- আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সরবরাহ করা যেতে পারে।

সুপারিশমালা (কম্বোডিয়া দল)

চিত্র-৩৫: কম্বোডিয়ায় বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের প্রতিনিধিবর্গ

১. **শিশু সদনের উন্নত ব্যবস্থাপনা:** প্রতিটি শিশু সদনে বসবাসকারী শিশু কিশোরদের আবাসন কক্ষের পরিচ্ছন্নতা জোরদারকরণ, শয়ন বিছানা নিয়মিত পরিষ্কারসহ উন্নতমানের বিছানাপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী প্রদান করা যেতে পারে। সকল শিশু সদনে নতুন ভবন নির্মাণের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা যায়। শিশুদের আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা প্রদানের জন্য কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা যায়। ডাইনিং রুমে মানসম্মত চেয়ার, টেবিল, গ্লাস ও অন্যান্য তৈজসপত্র দেয়া যায়। দৈনিক খাবার তালিকা নিয়মিত পরিদর্শন করা যায়। আবাসিক শিশুদের তত্ত্বাবধানের জন্য ডিজিটাল ইন্সপেকশনের ব্যবস্থা করা যায়। মন্ত্রণালয়ের নির্দিষ্ট এ্যাপ থাকবে যার মাধ্যমে শিশু সদনে অবস্থিত শিশুরা তাদের দৈনন্দিন সমস্যা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে পারে এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নিয়মিত তদারকি করতে পারবে। শিশু সদনে অভিভাবকহীন শিশুদের পাশাপাশি অসচ্ছল পরিবারের শিশুদের বসবাসের সুযোগ দেয়া যেতে পারে। শিশু সদনে অবস্থানকারী শিশুদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

২. **জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রবীণ সংঘ প্রতিষ্ঠা :** জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রবীণ সংঘ প্রতিষ্ঠা ও পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সম্পূর্ণ আবাসিক প্রবীণ সংঘ প্রতিষ্ঠা করা যায়, যেখানে ষাটোর্ধ্ব অসহায় দরিদ্র প্রবীণদের জন্য উপযোগী আবাসন ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা যায়। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য চিকিৎসা সেবা প্রদান করা যায়। সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহীতাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। বিভিন্ন পলিসি ও আইন যথাযথভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে আমাদের দেশে প্রবীণ সেবা নিশ্চিত করা যেতে পারে।

৩. **প্রতিবন্ধী শিশু কিশোর পূনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা:** প্রতিটি বিভাগে একটি করে প্রতিবন্ধী বা বিশেষ শিশুদের কিশোরদের জন্য স্বতন্ত্র পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা য়ায়। কেন্দ্রে একটি স্বাস্থ্যসেবা কক্ষ থাকবে, যেখানে প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হবে। শিশুদের খেলার জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ থাকবে যেখানে শিশুরা গান, ছবি আঁকা, গল্প বলা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করবে। শিশুদের জন্য ফিজিওথেরাপী কক্ষ থাকবে যেখানে তাদের বিভিন্ন ধরনের থেরাপী, ব্যায়াম ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা যায়। শিশুদের জীবন দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিশেষ পাঠদানের ব্যবস্থা থাকতে পারে। শিশুদের জন্য একটি সংবেদনশীল কক্ষ থাকবে যেখানে অজ্ঞান অথবা উত্তেজিত শিশুদেরকে ব্যথা-বেদনা উপশমের মাধ্যমে স্বাভাবিক অবস্থায় আনার চেষ্টা করা যায়। এসকল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সার্বক্ষণিকভাবে কেয়ার গিভার দায়িত্ব পালন করতে পারে। প্রবীণদের জন্য হেল্‌থ কার্ডের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে কর্মমুখী শিক্ষা সম্প্রসারণের মাধ্যমে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সেবাদাতা এবং গ্রহীতার দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তনে কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সেবা প্রদানে সেবাদাতাকে অনেক বেশি দায়িত্বশীল ও আন্তরিক হতে হবে। সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যায্যতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সরবরাহ করা যেতে পারে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে টেলিথেরাপি ব্যবস্থার আওতায় আনা যেতে পারে।

৪. ৮টি বিভাগীয় শহরে ০৮ টি প্রতিবন্ধী রেডিও স্টেশন করা যেতে পারে।

৫. কম্বোডিয়ার মেকং নদীর অনুকরণে বুড়িগঙ্গাকে দুষণমুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। কঠোর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৬. সরকারি সহযোগিতা ও সমন্বয় বৃদ্ধি করতে হবে।

১২. বিবিধ

১২.১ বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন

ক. জাতির পিতার ৯৯তম জন্মদিন ও শিশু দিবস উদ্‌যাপন

১৭ ই মার্চ, ২০১৯ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মদিন ও শিশু দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে জন্মদিনের কেক কাটা, মসজিদে দোয়া মাহফিল, দুঃস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ উল্লেখযোগ্য।

চিত্র-৩৬: ১৭ই মার্চ, ২০১৯ জাতির পিতার ৯৯তম জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অতিথি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

চিত্র-৩৭: ১৭ই মার্চ, ২০১৯ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মদিন পালন উপলক্ষে আলোচনা সভা

খ. জাতীয় শোক দিবস -২০১৮ উদ্‌যাপন

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে জাতীয় শোক দিবস-২০১৮ উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষে ৩২ ধানমণ্ডিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, দুঃস্থদের খাবার বিতরণ, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

চিত্র-৩৮: জাতীয় শোক দিবস ২০১৯-এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

চিত্র-৩৯: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদাৎ বার্ষিকীতে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

গ. ইশারা ভাষা দিবস-২০১৯ উদ্‌যাপন

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত বাংলা ইশারা ভাষা দিবস উদ্‌যাপনে নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কর্মসূচিতে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের নির্বাহী সচিব (যুগ্মসচিব) জনাব এটিএম নাসির মিয়া এবং অতিরিক্ত পরিচালক ড. মোঃ নূরুল আলম অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ জেলা পর্যায়ে এ দিবস উদ্‌যাপনে জেলা প্রতি ৫,০০০ টাকা হিসেবে মোট ৩,১৫,০০০ টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।

চিত্র-৪০: ইশারা ভাষা দিবস ২০১৯ উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালি

ঘ. ১২তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস-২০১৯ উদ্‌যাপন

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১২তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস-২০১৯ উদ্‌যাপন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ এমপি। জেলা পর্যায়ে এ দিবস উদ্‌যাপনে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ প্রতি জেলায় ৫,০০০ টাকা হিসেবে মোট ৩,১৫,০০০ টাকার আর্থিক আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।

চিত্র-৪১: ১২তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস-২০১৯ অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ এমপি

ঙ. অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে পুরানো ঢাকার অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের তাৎক্ষণিক আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের সভাপতি জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ এমপি, মাননীয় মন্ত্রী সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং জনাব শরীফ আহমেদ এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।

চিত্র-৪২: ঢাকা মেডিকেল কলেজে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তা প্রদান শেষে সাংবাদিকদের সাথে মাননীয় মন্ত্রীবর্গের মতবিনিময়

১২.২ পরিষদের নতুন সভাপতি ও সহ-সভপতিকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ এর সভাপতি ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ এমপি এবং বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ এর সহ-সভাপতি ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব শরীফ আহমেদ এমপিকে শুভেচ্ছা জানানো হয়। পরিষদের নির্বাহী সচিব জনাব এ টি এম নাসির মিয়া (যুগ্ম সচিব) এবং অতিরিক্ত পরিচালক ড. মোঃ নুরুল আলম পরিষদের পক্ষে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

চিত্র-৪৩: পরিষদের সভাপতি মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রীকে শুভেচ্ছা প্রদান

চিত্র-৪৪: পরিষদের সহ-সভাপতি মাননীয় সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা প্রদান

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ এর পক্ষ থেকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব রাশেদ খান মেনন এমপি-কে শুভেচ্ছা জানান পরিষদের নির্বাহী সচিব (যুগ্মসচিব) জনাব এ টি এম নাসির মিয়া, অতিরিক্ত পরিচালক ড. মোঃ নুরুল আলম, সহকারী পরিচালক (মুল্যায়ন) জনাব মোঃ মোহিববুল্লাহ ও সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ তৌহিদুর রহমান।

চিত্র-৪৫: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতিকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ এর সহ-সভাপতি ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সিনিয়র সচিব মিজ জুয়েনা আজিজ-কে শুভেচ্ছা জানান পরিষদের নির্বাহী সচিব জনাব এ টি এম নাসির মিয়া (যুগ্ম সচিব) এবং অতিরিক্ত পরিচালক ড. মোঃ নুরুল আলম। পরিষদের কোষাধ্যক্ষ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব সাইদা নাইম জাহান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র-৪৬: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়কে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদে নবযোগদানকৃত নির্বাহী সচিব (যুগ্ম সচিব) জনাব এ টি এম নাসির মিয়াকে পরিষদের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

চিত্র-৪৭: পরিষদের নবযোগদানকৃত নির্বাহী সচিবকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

১২.৩. পরিষদ সভায় অভ্যর্থনা

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ এর সভাপতি ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ এমপি-কে পরিষদ সভায় শুভেচ্ছা জানানো হয়। পরিষদের নির্বাহী সচিব (যুগ্মসচিব) জনাব মোঃ এ টি এম নাসির মিয়া এবং অতিরিক্ত পরিচালক ড. মোঃ নুরুল আলম-সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

চিত্র-৪৮: পরিষদের সভাপতি ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ এমপি-কে পরিষদ সভায় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

১২.৪ বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের কর্মকর্তাদের নাম, পদবী ও ফোন নম্বর

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	ই-মেইল ও ফ্যাক্স	টেলিফোন নম্বর (দাপ্তরিক)	মোবাইল নম্বর	কর্মকর্তাদের ছবি
১.	**জনাব এ টি এম নাসির মিয়া** নির্বাহী সচিব (যুগ্ম সচিব)	ফ্যাক্স-৯৩৩৬৭৪২ bnswcbd@gmail.com	৯৩৪৮১২৫	০১৭১১৫৭৪৬৬৬	
২.	**ড. মোঃ নূরুল আলম** অতিরিক্ত পরিচালক	nurulalom202@gmail.com	৯৩৪০১৪০	০১৭১২০১৯৩৯১	
৩.	**জনাব মোঃ জসিম উদদীন** উপপরিচালক (প্রশাসন)	Jashim24th@gmail.com	৯৩৫৭৩৩৩	০১৫৫২৪৫১২৫৯	
৪.	**জনাব রুবাইয়াৎ ফেরদৌসী** উপপরিচালক (মূল্যায়ন)	rftuhin30@gmail.com	৯৩৩৬৭৩৮	০১৭১৭৪৪৯৯১১	
৫.	**জনাব মোঃ মোহিববুল্লাহ** সহকারী পরিচালক (মূল্যায়ন)	mohib.bnswc@gmail.com	৯৩৪৮১৭৫	০১৯৫৫১২৮০৩৩	
৬.	**জনাব মোঃ তৌহিদুর রহমান** সহকারী পরিচালক (মূল্যায়ন)	tauhidrahman67@gmail.com	৯৩৪৮১৭৫	০১৭১১৪৮৬৩৯১	
৭.	**জনাব মোঃ নাজিবুর রহমান** হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	mnrahman1960@gmail.com		০১৭১৮০২৬১৪৩	
৮.	**জনাব অনিল কুমার মন্ডল** প্রশাসনিক কর্মকর্তা (চঃ দা)			০১৭৩৩৯৩১৫০০	
৯.	**জনাব হারুনার রশীদ** প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)			০১৬৩০৯১৮৪৮০	

১২.৫ বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের ২০১৭-২০১৮ এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বাজেট বিভাজন

সারণি-১১: বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের ২০১৭-২০১৮ এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বাজেট বিবরণী

ব্যয়ের খাত	বাজেট বরাদ্দ ২০১৭-১৮	প্রকৃত ব্যয় ২০১৭-১৮	বাজেট বিভাজন ২০১৮-১৯
৫৯০১- সাধারণ মঞ্জুরী (প্রশাসনিক ব্যয়)			
৪৫০১- অফিসারদের বেতন	৫৭০০০০০.০০	৪১০১৪৬০.১৯	৬৫০০০০০.০০
৪৬০১- প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	৫৪০০০০০.০০	৪৬৯৭৩৭৪.৬৩	৫৮০০০০০.০০
উপমোট বেতন :	**১১১০০০০০.০০**	**৮৭৯৮৮৩৪.৮২**	**১২৩০০০০০.০০**
৪৭০০- ভাতাদি			
৪৭০৫- বাড়ী ভাড়া ভাতা	৫৮০০০০০.০০	৪৭৮১৬১৯.৯০	৬৮০০০০০.০০
৪৭০৯- শ্রান্তিবিনোদন ভাতা	৩১০০০০.০০	১৪৭২৭০.০০	৩৪০০০০.০০
৪৭১৩- উৎসব ভাতা	১৮৫০০০০.০০	১৪৭০৯৫০.০০	২৩৮০০০০.০০
৪৭১৪- বাংলা নববর্ষ ভাতা	১৮৫০০০.০০	১৫৭০৭৮.০০	২২৫০০০.০০
৪৭১৭-চিকিৎসা ভাতা	৬৪৮০০০.০০	৫৭৪৪৮৭.০৯	৬৬৮০০০.০০
৪৭৫৫- টিফিন ভাতা	৫৮০০০.০০	৫১০০০.০০	৬২০০০.০০
৪৭৬৫- যাতায়াত ভাতা	৯৭০০০.০০	৭৬৫০০.০০	১০০০০০.০০
৪৭৭৩- শিক্ষা ভাতা	৪৩২০০০.০০	১৯২৪৯১.০৬	৪৩২০০০.০০
৪৭৯৫- অন্যান্য ভাতা	৩০০০০০.০০	২৯০০০০.০০	৩৫০০০০.০০
উপমোট ভাতাদি :	**৯৬৮০০০০.০০**	**৭৭৪১৩৯৬.০৫**	**১১৩৫৭০০০.০০**
৪৮০০- সরবরাহ ও সেবা			
৪৮০১- ভ্রমণ ব্যয়	১০০০০০০.০০	৬৬৫২০৩.০০	৭০০০০০০.০০
৪৮০৬- অফিস ভাড়া	০.০০	০.০০	১০০০০০০.০০
৪৮১০-পৌর কর	১০০০০০.০০	১৬৫৬০.০০	২২০০০০.০০
৪৮১১-ভূমি কর	১০০০০০.০০	২৩৫২.০০	১০০০০০.০০
৪৮১৫- ডাক	১৪০০০০.০০	১১৭৬৩০.০০	২০০০০০.০০
৪৮১৬- টেলিফোন/টেলিগ্রাম/টেলিপ্রিন্টার	৩০০০০০.০০	৭৪৩৯৬.০০	৩৫০০০০.০০
৪৮১৯-পানি	৫০০০০.০০	৪৮৬৭১.০০	৫০০০০.০০
৪৮২১- বিদ্যুৎ	১৫০০০০০.০০	১৩৪৩৪৭৭.০০	৯০০০০০.০০
৪৮২২-গ্যাস ও জ্বালানী	৫০০০০.০০	০.০০	৫০০০০.০০
৪৮২৩- পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	১০০০০০০.০০	৭৭০৭১০.৩৮	১২০০০০০.০০
৪৮২৯- গবেষণা/উদ্ভাবনী ব্যয়	১০০০০০০.০০	১০০০০০০.০০	১৫০০০০০.০০
৪৮৩১- বই/সাময়িকী	৬০০০০.০০	২৭৭৭৩.০০	৬০০০০.০০
৪৮৩৩- প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৮০০০০০.০০	৪৬৭৫৭২.০০	১০০০০০০.০০
৪৮৩৫- প্রকাশনা	৮০০০০০.০০	৪৮৩০০০.০০	১০০০০০০.০০
৪৮৪০- প্রশিক্ষণ ব্যয়	১৬৭০০০০০.০০	১৫৯৫৯৭৪০.০০	১৯০০০০০০.০০
৪৮৪১-আইসিটি/ই-গভর্নেন্স	২০০০০০০.০০	৩৮১০৭০.৫০	২০০০০০০.০০
৪৮৪২- সেমিনার/কনফারেন্স	৭০০০০০.০০	৬৫৯৯০০.০০	১০০০০০০.০০
৪৮৭৪-কন্সালটেন্সী	৪০০০০০.০০	১২৬৮০০.০০	৫০০০০০.০০
৪৮৭৭-প্রাধিকারভুক্ত কর্মকর্তাদের গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	৫৪০০০০.০০	৪০০০০০.০০	৬০০০০০.০০
৪৮৮২-আইন সংক্রান্ত ব্যয়	১০০০০০.০০	০.০০	১০০০০০.০০
৪৮৯০-অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	৩০০০০০০.০০	২৯৯০০০০.০০	২০০০০০০.০০
৪৮৯৫- কমিটি/মিটিং/কমিশন	২০০০০০০.০০	১৮৪২৩০৯.০০	২০০০০০০.০০

ব্যয়ের খাত	বাজেট বরাদ্দ ২০১৭-১৮	প্রকৃত ব্যয় ২০১৭-১৮	বাজেট বিভাজন ২০১৮-১৯
৪৮৯৯- অন্যান্য ব্যয়	৪১৩০০০০.০০	৪১১০৭০৮.০০	৫০০০০০০.০০
উপমোট সরবরাহ ও সেবা :	**৩৬৪৭০০০০.০০**	**৩১৪৮৭৮৭১.৮৮**	**৪৬২৩০০০০.০০**
৪৯০১- মোটর যানবাহন মেরামত	৪৫০০০০.০০	৪২৪৪৮৪.০০	৪৬৩০০০.০০
৪৯১১- কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	২৫০০০০.০০	১৮১৭০৫.০০	২০০০০০.০০
৪৯৩১-ভবন ও স্থাপনা মেরামত	২৫০০০০.০০	১১৭০৫০.০০	২০০০০০.০০
৪৯৯১- অন্যান্য মেরামত ও সংরক্ষণ	২০০০০০.০০	১৭৪৮৬৫.০০	৩০০০০০.০০
উপমোট মেরামত ও সংরক্ষণ :	**১১৫০০০০.০০**	**৮৯৮১০৪.০০**	**১১৬৩০০০.০০**
৬৩০১-অবসর ভাতা ও পারিবারিক অবসর ভাতা	৪৩০০০০০০.০০	৪১১৭৪৪০.০০	৪৮৫০০০০.০০
৬৩৫১- অন্যান্য/সিপি ফান্ড	৭০০০০০.০০	৫০৮৬৪৩.০০	৮০০০০০.০০
উপমোট :	**৫০০০০০০.০০**	**৪৬২৬০৮৩.০০**	**৫৬৫০০০০.০০**
মোট সাধারণ মঞ্জুরী :	**৬৩৪০০০০০.০০**	**৫৩৫৫২২৮৯.৭৫**	**০**

মূলধন ব্যয়

৬৮০০-সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়/মূলধন অনুদান			
৬৮০৭-মোটরযান	০.০০	০.০০	০.০০
৬৮১৩-যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	৬০০০০০.০০	৫০৫২৫৫.০০	৮০০০০০.০০
৬৮১৫- কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	১০০০০০০.০০	৬২৬১০৫.০০	১০০০০০০.০০
৬৮১৭-কম্পিউটার সফটওয়্যার	১০০০০০০.০০	৫৯৪০০০.০০	১০০০০০০.০০
৬৮২১- আসবাবপত্র ক্রয়	৪০০০০০.০০	৩৯৬৮৮১.০০	৫০০০০০.০০
উপমোট সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়/মূলধন অনুদান	**৩০০০০০০.০০**	**২১২২২৪১.০০**	**৩৩০০০০০.০০**
মোট- সাধারণ মঞ্জুরী ও মুলধন মঞ্জুরী (প্রশাসনিক ব্যয়)	**৬৬৪০০০০০.০০**	**৫৫৬৭৪৫৩০.৭৫**	**৮০০০০০০০.**
৫৯২৫ কল্যাণ অনুদান			
(১) জাতীয়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান		৯৫০০০০০.০০	৯৫০০০০০.০০
(২) শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প পরিষদ		২৪০০০০০০.০০	২৪০০০০০০.০০
(৩) রোগীকল্যাণ সমিতি		১২০০০০০০০.০০	১২০০০০০০০.০০
(৪) অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতি		১০০০০০০০.০০	১০০০০০০০.০০
(৫) সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান		৭০০০০০০০.০০	৭০০০০০০০.০০
(৬) পরিষদ, জেলা ও উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ		৫৫০০০০০০.০০	৫৫০০০০০০.০০
(৭) অকাল বন্যা, অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত এবং ঘূর্ণিঝড়ে		--	--
(৮) বিশেষ অনুদান: (ক) ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন		২০০০০০০০.০০	২০০০০০০০.০০
(খ) ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের ছাত্র/ছাত্রীদের অনুদান		১০০০০০০০.০০	১০০০০০০০.০০
(গ) নদী ভাঙনে ভিটাবাটিহীন বস্তিবাসীদের জীবনমান উন্নয়ন		২৫০০০০০০.০০	২৫০০০০০০.০০
(ঘ) চাবাগান শ্রমিকসহ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন		২০০০০০০০.০০	২০০০০০০০.০০
(ঙ) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তা প্রদান		৪০৭৪০০০০.০০	৪০৭৪০০০০.০০
(ঙ) অন্যান্য বিশেষ অনুদান		৫৯৩৬০০০০.০০	৫৯৩৬০০০০.০০
(চ) ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন		২০০০০০০০.০০	২০০০০০০০.০০
ছ) স্পেশাল অলিম্পিকস অব বাংলাদেশ		--	--
উপমোট কল্যাণ অনুদান		**৪৮৩৬০০০০০.০০**	**৪৮৩৬০০০০০.০০**
নীট সাধারণ মঞ্জুরী ও মুলধন মঞ্জুরী (প্রশাসনিক ব্যয়) এবং কল্যাণ অনুদান		**৫৫০০০০০০০.০০**	**৫৩৯২৭৪৫৩০.৭৫**
সর্বমোট বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যান পরিষদ (সাধারণ মঞ্জুরী ও মুলধন মঞ্জুরী এবং কল্যাণ অনুদান)		**৫৫০০০০০০০.০০**	**৫৩৯২৭৪৫৩০.৭৫**

১৩. পরিশিষ্ট

১৩.১ বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইন–২০১৯

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ৯, ২০১৯

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৬ বৈশাখ, ১৪২৬/০৯ মে, ২০১৯

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৬ বৈশাখ, ১৪২৬ মোতাবেক ০৯ মে, ২০১৯ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০১৯ সনের ০৭ নং আইন

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ প্রতিষ্ঠা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ প্রতিষ্ঠা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল, যথা :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইন, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে,—

(১) 'কর্মচারী' অর্থ পরিষদের কোনো কর্মচারী;

(২) 'চেয়ারম্যান' অর্থ নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান;

(৩) 'তহবিল' অর্থ পরিষদের তহবিল;

(৪) 'নির্বাহী কমিটি' অর্থ ধারা ৯ এর অধীন গঠিত নির্বাহী কমিটি;

(১৫৪৬৫)

মূল্য : টাকা ১৬.০০

(৫) 'নির্বাহী সচিব' অর্থ পরিষদের নির্বাহী সচিব;

(৬) 'পরিষদ' অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ;

(৭) 'পরিচালনা বোর্ড' অর্থ ধারা ৭ এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিচালনা বোর্ড;

(৮) 'প্রবিধান' অর্থ ধারা ২২ এর অধীন প্রণীত কোনো প্রবিধান;

(৯) 'বিধি' অর্থ ধারা ২১ এর অধীন প্রণীত কোনো বিধি; এবং

(১০) 'সদস্য' অর্থ পরিচালনা বোর্ডের কোনো সদস্য বা, ক্ষেত্রমত, নির্বাহী কমিটির কোনো সদস্য।

৩। **পরিষদ প্রতিষ্ঠা।**—(১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) পরিষদ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর-অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। **পরিষদের কার্যালয়।**—(১) পরিষদের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) পরিষদ, প্রয়োজনে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, উহার কার্যক্রম পরিচালনা করিবার জন্য, বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। **পরিষদের কার্যাবলি।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পরিষদ নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করিবে, যথা :—

(ক) সমাজের সকলের, বিশেষত, নারী, শিশু, অনগ্রসর, সুবিধাবঞ্চিত বা কম সুবিধাপ্রাপ্ত, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী, অসহায়, দুর্বল, অক্ষম, শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী, বা অন্যবিধ কারণে পূর্ণাঙ্গ বা আংশিক অক্ষম, দুর্যোগে বিপদাপন্ন বা ক্ষতিগ্রস্ত, নদী ভাঙ্গনে ভিটামাটিহীন ক্ষতিগ্রস্ত বস্তিবাসী, চা-বাগান শ্রমিকসহ দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, নিম্ন আয়ের ব্যক্তি, গোষ্ঠী, শ্রেণি বা সম্প্রদায়ের সার্বিক জীবনমান বা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আর্থিক অনুদান প্রদান করা;

(খ) সমাজকল্যাণমূলক কার্যে নিয়োজিত বা আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ, অনুদান ও স্বীকৃতি প্রদান করা;

(গ) সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের সহিত জড়িত প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

(ঘ) সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সমস্যার কারণ এবং প্রতিকারের উপায় নিরূপণে গবেষণা পরিচালনা করা;

(ঙ) সামাজিক গবেষণার জন্য দেশি-বিদেশি স্বীকৃত ও মানসম্পন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত চুক্তি সম্পাদন ও গবেষণা পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(চ) সমাজকল্যাণমূলক বিদেশি, আন্তর্জাতিক, বহুজাতিক, বৈশ্বিক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠীর সহিত যোগাযোগ স্থাপন এবং হালনাগাদ ধারণা, তত্ত্ব, তথ্য, কৌশল, কর্মপন্থা ও উপায় সম্পর্কে জ্ঞান ও তথ্য সংগ্রহ এবং অভ্যন্তরীণ প্রেক্ষাপটে উক্ত কার্যাবলির প্রয়োগযোগ্যতা বিশ্লেষণ এবং ফলাফল নিয়মিতভাবে সরকারকে অবহিত করা;

(ছ) জাতীয় পর্যায়ে সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত সকল ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা;

(জ) দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি বা প্রকল্প গ্রহণ ও অনুমোদন করা;

(ঝ) সমাজের অস্বচ্ছল রোগীদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান, এতদুদ্দেশ্যে রোগী কল্যাণ সমিতি গঠন এবং ইহার কার্যক্রম তদারকি করা;

(ঞ) সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে জনসম্পৃক্ততা তৈরির লক্ষ্যে প্রচার, প্রচারণা, সভা, সমিতি, সেমিনার সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালার আয়োজন করা;

(ট) পরিষদের কার্যক্রমের বার্ষিক, পঞ্চবার্ষিক ও বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করা;

(ঠ) অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক যে কোনো উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা; এবং

(ড) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন করা।

৬। **পরিষদের পরিচালনা**।—(১) পরিষদের পরিচালনা উহার পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং পরিষদ যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যসম্পাদন করিতে পারিবে, পরিচালনা বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যসম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) পরিচালনা বোর্ড উহার দায়িত্ব পালন ও কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে এই আইন, বিধি, প্রবিধান বা সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত ও জারীকৃত আদেশ ও নির্দেশনা অনুসরণ করিবে।

৭। **পরিচালনা বোর্ড গঠন**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিচালনা বোর্ড গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, যিনি পরিচালনা বোর্ডের সভাপতিও হইবেন;

(খ) প্রতিমন্ত্রী, যদি থাকে, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, যিনি পরিচালনা বোর্ডের সহ-সভাপতিও হইবেন;

(গ) সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়;

(ঘ) সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়;

(ঙ) সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়;

(চ) সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়;

(ছ) সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়;

(জ) মহাপরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়;

(ঝ) মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো;

(ঞ) মহাপরিচালক সমাজ সেবা অধিদপ্তর;

(ট) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর;

(ঠ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন;

(ড) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট;

(ঢ) পরিচালক, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়;

(ণ) প্রতিটি জেলা হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ০১ (এক) জন করিয়া বিশিষ্ট সমাজকর্মী যাহাদের মধ্যে অন্যূন ২০ (বিশ) জন মহিলা হইবেন;

(ত) খ্যাতিমান সমাজকর্মী অথবা সমাজকল্যাণ বিষয়ে খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক, লেখক বা শিক্ষকগণের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ৫ (পাঁচ) জন বিশিষ্ট নাগরিক যাহাদের মধ্যে অন্যূন ০২ (দুই) জন মহিলা হইবেন; এবং

(থ) নির্বাহী সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, যিনি পরিচালনা বোর্ডের সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ণ) ও (ত) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে পরবর্তী ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে যে কোনো সময় কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে উক্তরূপ মনোনীত কোনো সদস্যকে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে এবং কোনো মনোনীত সদস্য সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করিতে পারিবে।

(৩) পরিচালনা বোর্ডের মনোনীত সদস্যের পদ শূন্য হইবে, যদি—

(ক) তিনি মৃত্যুবরণ করেন; অথবা

(খ) তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন; অথবা

(গ) তিনি মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অপসারিত হন; অথবা

(ঘ) তাহার সদস্য হিসাবে মনোনয়নের মেয়াদ ০৩ (তিন) বৎসর অতিক্রান্ত হয় অথবা কোনো শূন্য পদের বিপরীতে অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং উক্ত অবশিষ্ট মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়; অথবা

(ঙ) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক না থাকেন; অথবা

(চ) তিনি পরিচালনা বোর্ডের সভাপতির অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে পর পর ০৩ (তিন) টি সভায় অনুপস্থিত থাকেন; অথবা

(ছ) তিনি পরিষদ বা রাষ্ট্রের জন্য হানিকর কোনো কার্যে লিপ্ত থাকেন; অথবা

(জ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত ফৌজদারি অপরাধে অন্যূন ০২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন; অথবা

(ঝ) তিনি কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন।

৮। **পরিচালনা বোর্ডের সভা**।—(১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, পরিচালনা বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।

(২) পরিচালনা বোর্ডের সভা সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) প্রতি বৎসর পরিচালনা বোর্ডের অন্যূন ২ (দুই) টি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) পরিচালনা বোর্ডের সকল সভায় উহার সভাপতি সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং উভয়ের অনুপস্থিতিতে উপস্থিত জ্যেষ্ঠ সদস্য উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) পরিচালনা বোর্ডের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম গঠিত হইবে, তবে মূলতবী সভার ক্ষেত্রে কোনো কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৬) পরিচালনা বোর্ডের সভায় উপস্থিত সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং সভায় উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পরিচালনা বোর্ডের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় অথবা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৭) কেবল সদস্যপদে শূন্যতা বা পরিচালনা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে পরিচালনা বোর্ডের কোনো কার্য অথবা কার্যধারা অবৈধ হইবে না, এবং তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

৯। **নির্বাহী কমিটি**।—(১) পরিষদের একটি নির্বাহী কমিটি থাকিবে এবং নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে নির্বাহী কমিটি গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ একজন কর্মচারী;

(গ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ একজন কর্মচারী;

(ঘ) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক মনোনীত যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ একজন কর্মচারী;

(ঙ) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ একজন কর্মচারী;

(চ) মহাপরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়;

(ছ) মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর;

(জ) মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর;

(ঝ) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর;

(ঞ) মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো;

(ট) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন;

(ঠ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট;

(ড) পরিচালক, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়;

(ঢ) পরিচালনা বোর্ডের মনোনীত সদস্যগণের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ৫ (পাঁচ) জন বিশিষ্ট সমাজ কর্মী যাহাদের মধ্যে অন্যূন ২(দুই) জন মহিলা হইবেন; এবং

(ণ) নির্বাহী সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঢ) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে পরবর্তী ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে যে কোনো সময় কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে উক্তরূপ মনোনীত কোনো সদস্যকে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে এবং কোনো মনোনীত সদস্য সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর দফা ঢ এর অধীন মনোনীত কোনো সদস্যপদ শূন্য হইলে সরকার নির্বাহী কমিটির মনোনীত সদস্যদের মধ্য হইতে অন্য যে কোনো সদস্যকে অবশিষ্ট সময়ের জন্য উক্ত শূন্য পদে মনোনয়ন প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) নির্বাহী কমিটির মনোনীত সদস্যগণের পদ শূন্য হইবে, যদি—

(ক) তিনি পরিচালনা বোর্ডের সদস্য না থাকেন;

(খ) তিনি নির্বাহী কমিটির অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত পর পর ৩(তিন)টি সভায় অনুপস্থিত থাকেন;

(গ) তিনি সরকার কর্তৃক অপসারিত হন;

(ঘ) তিনি স্বীয় পদ ত্যাগ করেন; এবং

(ঙ) তিনি কোনো শূন্য পদের বিপরীতে অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য মনোনীত হইবার পর অবশিষ্ট মেয়াদকাল শেষ হইয়া যায়।

১০। **নির্বাহী কমিটির সভা।**—(১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, নির্বাহী কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।

(২) নির্বাহী কমিটির সভার তারিখ, সময় ও স্থান চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) নির্বাহী কমিটির সকল সভায় উহার চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে উপস্থিত জ্যেষ্ঠ সদস্য উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) নির্বাহী কমিটির মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম গঠিত হইবে, তবে মূলতবী সভার ক্ষেত্রে কোনো কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) নির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং সভায় উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় অথবা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) কেবল সদস্যপদে শূন্যতা বা নির্বাহী কমিটির গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে নির্বাহী কমিটির কোনো কার্য অথবা কার্যধারা অবৈধ হইবে না, এবং তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

১১। **নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি**।—(১) নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক এবং এই আইনের অধীন গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা;

(খ) পরিচালনা বোর্ডকে উহার কার্যাবলি সুচারুভাবে সম্পাদনে সহায়তা প্রদান করা; এবং

(গ) পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক অর্পিত সকল কার্যাবলি সম্পাদন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করা।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করিবে।

(৩) নির্বাহী কমিটি পরিষদের প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পর্কে, সময় সময়, নির্বাহী সচিবকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) নির্বাহী কমিটি উহার ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলি সম্পাদনের ক্ষেত্রে পরিচালনা বোর্ডের নিকট দায়ী থাকিবে এবং পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করিবে।

১২। **নির্বাহী সচিব**।—(১) পরিষদের একজন নির্বাহী সচিব থাকিবে।

(২) নির্বাহী সচিব সরকারের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদাধারীদের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট শর্তে নিযুক্ত হইবে।

(৩) নির্বাহী সচিব পরিষদের প্রধান নির্বাহী ও সার্বক্ষণিক কর্মচারী হইবে এবং তিনি পরিষদের আয়ন-ব্যয়ন কর্মচারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) নির্বাহী সচিব এর পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে তিনি তাহার কার্যালয়ের কার্যক্রম বা দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত নির্বাহী সচিব কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত বা তিনি পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি নির্বাহী সচিবের দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৩। **নির্বাহী সচিবের দায়িত্ব ও কর্তব্য**।—নির্বাহী সচিবের দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) তিনি পরিচালনা বোর্ডের সভাপতির সহিত পরামর্শক্রমে পরিচালনা বোর্ডের সভা আহ্বান করিবেন;

(খ) তিনি চেয়ারম্যানের সহিত পরামর্শক্রমে নির্বাহী কমিটির সভা আহ্বান করিবেন;

(গ) তিনি পরিচালনা বোর্ডের এবং নির্বাহী কমিটির সদস্য-সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন;

(ঘ) তিনি পরিচালনা বোর্ড এবং নির্বাহী কমিটি এর সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন;

(ঙ) তিনি পরিষদের সার্বিক প্রশাসন ও তত্ত্বাবধানের জন্য দায়ী থাকিবেন; এবং

(চ) তিনি নির্বাহী কমিটির নির্দেশ মোতাবেক পরিষদের অন্যান্য কার্যসম্পাদন করিবেন।

১৪। **কর্মচারী নিয়োগ**।—(১) পরিষদ উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) কর্মচারীদের নিয়োগ এবং চাকরির শর্তাবলি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৫। **কমিটি গঠন**।—পরিষদ উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য, প্রয়োজনবোধে, শহর, জেলা, উপজেলা বা ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং উক্ত কমিটির গঠন, দায়িত্ব ও কর্তব্য সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১৬। **তহবিল**।—(১) বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ তহবিল নামে পরিষদের একটি তহবিল থাকিবে এবং নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা উক্ত তহবিল গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) সরকারি দান, অনুদান, সাহায্য অথবা মঞ্জুরি অথবা বরাদ্ধকৃত অর্থ;

(খ) সরকারের অনুমোদনক্রমে, দানশীল ব্যক্তি অথবা সংগঠন, প্রতিষ্ঠান অথবা সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থ অথবা উপকরণ আকারে প্রাপ্ত সাহায্য, দান, অনুদান অথবা চাঁদা;

(গ) সরকারের অনুমোদনক্রমে, জাতিসংঘ অথবা জাতিসংঘের কোনো বিশেষায়িত সংস্থা, কোনো আঞ্চলিক সংস্থা, কোনো বহুজাতিক অথবা আন্তর্জাতিক সংস্থা অথবা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সাহায্য, মঞ্জুরি, দান, অনুদান বা চাঁদা বা উপকরণ;

(ঘ) সরকারের অনুমোদনক্রমে, কোনো বিদেশি সরকার বা নাগরিক বা কোনো বিদেশি সরকারি অথবা বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সাহায্য, মঞ্জুরি, দান, অনুদান অথবা চাঁদা বা উপকরণ;

(ঙ) সরকারের অনুমোদনক্রমে যে কোনো তপশিলি ব্যাংক অথবা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত ঋণ;

(চ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত মুনাফা;

(ছ) ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ হইতে প্রাপ্ত মুনাফা;

(জ) পরিষদের নিজস্ব আয়; এবং

(ঝ) অন্য কোনো বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) তহবিলের অর্থ পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কোনো তপশিলি ব্যাংকে পরিষদের নামে জমা রাখিতে হইবে এবং প্রচলিত সরকারি বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক তহবিল পরিচালিত হইবে।

(৩) তহবিল হইতে পরিষদের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

ব্যাখ্যা : এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, 'তপশিলি ব্যাংক' বলিতে Bangladesh Bank Order, 1972 (President's Order No. 127 of 1972) এর Article 2(J) তে সংজ্ঞায়িত 'Scheduled Bank' কে বুঝাইবে।

১৭। **বাজেট**।—(১) পরিষদ প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্ভাব্য আয়-ব্যয়সহ পরবর্তী অর্থবৎসরের বাৎসরিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত বৎসরে সরকারের নিকট হইতে পরিষদের কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহারও উল্লেখ থাকিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রস্তুতকৃত বাজেট পরিচালনা বোর্ডের সভায় অনুমোদিত হইবার পর উহা সরকারের নিকট পেশ করিতে হইবে।

১৮। **হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা**।—(১) পরিষদ তদকর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে যথাযথভাবে হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহাহিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক বলিয়া অভিহিত, প্রতি বৎসর পরিষদের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া কপি সরকার ও পরিষদের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহাহিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি পরিষদের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং পরিষদের যে কোনো কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন হিসাব নিরীক্ষা ব্যতিরেকেও Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (President's Order No. 2 of 1973) এর Article 2(1)(b) তে সংজ্ঞায়িত চার্টার্ড একাউনটেন্ট দ্বারা পরিষদের হিসাব নিরীক্ষা করিতে হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে পরিষদ এক বা একাধিক চার্টার্ড একাউনটেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবে।

১৯। **প্রতিবেদন**।—(১) প্রতি অর্থবৎসর শেষ হইবার পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পরিষদ উক্ত অর্থবৎসরের সম্পাদিত কার্যাবলির উপর বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনে, পরিষদের নিকট হইতে যে কোনো সময় পরিষদের যে কোনো বিষয়ের উপর প্রতিবেদন আহ্বান করিতে পারিবে এবং পরিষদ উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

২০। **ক্ষমতা অর্পণ**।—পরিষদ উহার যে কোনো কার্যাবলি, ক্ষমতা বা দায়িত্ব, প্রয়োজনে, তদকর্তৃক নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা নির্বাহী কমিটি, কোনো সদস্য, নির্বাহী সচিব বা কোনো কর্মচারীকে অর্পণ করিতে পারিবে।

২১। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২২। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পরিষদ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা বিধির সহিত অসংগতিপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৩। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) এই আইন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২৫ জানুয়ারি, ২০০৩ তারিখের সকম/কর্ম-শাঃ/বাজাসকপ-১/২০০২-৯৮ নং রেজুলিউশন, অত:পর 'উক্ত রেজুলিউশন' বলিয়া উল্লিখিত, রহিত হইবে।

(২) উক্ত রেজুলিউশন রহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, উহার অধীন গঠিত 'বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ' বিলুপ্ত হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও,—

(ক) উক্ত রেজুলিউশন এর অধীন গঠিত পরিচালনা পর্ষদ, নির্বাহী কমিটি, জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ এবং উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ এই আইনের অধীন যথাক্রমে পরিচালনা বোর্ড, নির্বাহী কমিটি, জেলা সমাজকল্যাণ কমিটি এবং উপজেলা সমাজকল্যাণ কমিটি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে ;

(খ) উক্ত রেজুলিউশন এর অধীন গঠিত 'বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ এর—

(অ) সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সুবিধা এবং স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, তহবিল, দায়, দলিল দস্তাবেজ এবং অন্য সকল দাবি ও অধিকার পরিষদে হস্তান্তরিত হইবে ;

(আ) সকল ঋণ, দায় এবং দায়িত্ব পরিষদের ঋণ, দায় ও দায়িত্ব বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(ই) সকল কর্মকর্তা বা কর্মচারী পরিষদের কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন, এবং তাহারা যে শর্তে চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন, পরিষদ কর্তৃক পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত সেই একই শর্তে পরিষদের চাকরিতে নিয়োজিত থাকিবেন;

(গ) উক্ত রিজলিউশনের অধীন—

(অ) গৃহীত কোনো কার্যধারা অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকিলে উহা এই আইনের অধীন নিষ্পন্ন করিতে হইবে ; এবং

(আ) প্রণীত কোনো বিধি, প্রবিধান জারীকৃত কোনো প্রজ্ঞাপন, প্রদত্ত কোনো আদেশ, নির্দেশ, অনুমোদন, সুপারিশ বা কার্যক্রম উক্তরূপ রহিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ থাকিলে, এই আইনের অধীন প্রণীত, জারীকৃত বা প্রদত্ত না হওয়া পর্যন্ত, এই আইনের বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে বলবৎ থাকিবে।

২৪। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।—(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

ড. জাফর আহমেদ খান
সিনিয়র সচিব।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd

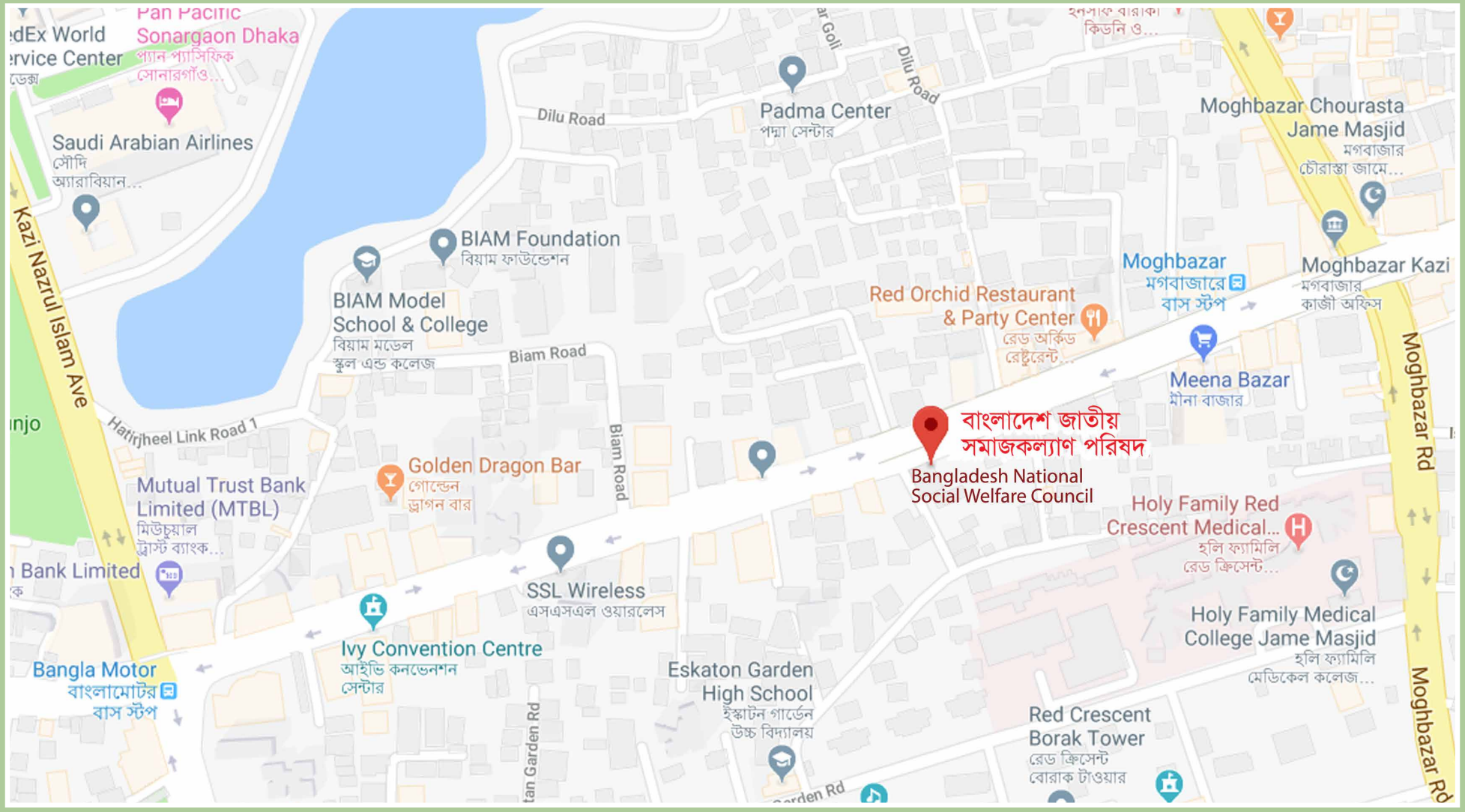

গুগল মানচিত্রে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কার্যালয়, ঢাকার অবস্থান